সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

মহানবী (সাঃ) ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার

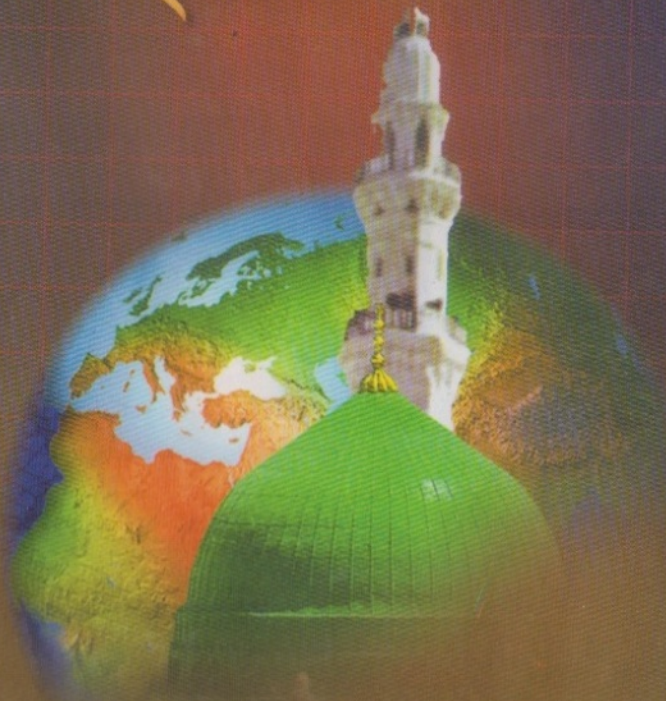

ভাষান্তর
ইউসুফ নূর

মহানবী (সঃ)
ও
সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার

মূল
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

অনুবাদ
ইউসুফ নূর
ইমাম ও খতীব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, কাতার

সম্পাদনা
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
নির্বাহী সম্পাদক : সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৩/৬, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ) ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

প্রকাশনা ঃ
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আণ্ডার গ্রাউণ্ড)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ০১১৮৩৭৩০৮

প্রকাশকাল ঃ
রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী
জুন, ২০০০ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ
হাবীবুর রহমান খান

গ্রাফিক্স ঃ
রিয়াজ হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা।

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রণ ঃ
মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৪নং আর. এম. দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা–১১০০

www.pathagar.com

মুহতারাম আলী আহসান
মুজাহিদ সাহেবকে
ইউসুফ নূর
পো: বক্স: ২৪৩৫
দোহা, কাতার

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব নূরুন্নবী সাহেব ও স্নেহময়ী জননী মুহতারামাহ্ জান্নাতুল ফিরদাউস-এর করকমলে।

জীবনের ঊষালগ্নেই যাঁরা আমায় দেখিয়েছেন কুরআনী শিক্ষা ও নববী আদর্শের সোনালী রাজপথ।

প্রভুর শেখানো ভাষায় প্রার্থনা ঃ "হে প্রতিপালক, তাঁদের উভয়ের প্রতি করুণা করুন, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।"

স্নেহধন্য
ইউসুফ নূর

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ)
ও
সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

আলমে ইসলামের খ্যাতিমান চিন্তানায়ক আওলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ)কে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া ধৃষ্টতা বৈ নয়। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন সুমহান আলেমে দ্বীন, অনন্য ইসলামী শিক্ষাবিদ, কালজয়ী আরবী সাহিত্যিক, স্বনামধন্য লেখক এবং আরব আজম সুবিদিত এক আদর্শবান দাওয়াতকর্মী। এ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সমগ্র জীবন ইসলামের খেদমতে অতিক্রান্ত করে গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মোতাবেক ২২ রমযান ১৪১৯ হিঃ, শুক্রবার আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর বহুমূখী অবদান, চিন্তা ও গবেষণা, প্রাণবন্ত সাহিত্যরাজি ও পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত মূল্যবান রচনাবলী ইসলামী উম্মাহর জন্য চেতনার মাইল ফলক হিসেবে কাজ করছে। বক্ষমান পুস্তিকাটিও আল্লামা নদভীর এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা বিশেষ।

পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী কিছু রচনায় রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও অবদানকে খাটো করে দেখানোর হীন প্রয়াসের বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ আকারে এটি রচনা করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পীঠস্থান লণ্ডন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এক সেমিনারে সেখানকার বরেণ্য বুদ্ধিজীবিদের সামনে তা উপস্থাপন করেন। তথ্যবহুল আলোচনা সম্বলিত এ অতীব তাৎপর্যপূর্ণ রচনাটি আল্লামা নদভীর গভীর পাণ্ডিত্য, আকর্ষণীয় রচনাশৈলী এবং জ্ঞানদীপ্ত ভাষায় অকুতোভয় সত্য উচ্চারণের এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে নদওয়াতুল উলামায় অধ্যয়নকালে সর্বপ্রথম বইটি পড়ার সুযোগ হয়। তখন থেকেই এর অনুবাদ করার এক দুর্বার আকাংখা মনে জেগে উঠে। কিন্তু বিধি বাম! অপ্রত্যাশিতভাবে নদওয়া ত্যাগ অতঃপর প্রবাস জীবন এবং নানাবিধ অসুবিধা সে আকাংখা বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায়। অবশেষে আল্লাহর অশেষ কৃপায় অনুবাদ

www.pathagar.com

শেষ হলে সম্পাদনার জন্য সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের নির্বাহী সম্পাদক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীকে অনুরোধ করি। সীমাহীন ব্যস্ততার মাঝেও একজন প্রবাসীর পত্রযোগে কৃত অনুরোধ রক্ষার্থে যেভাবে তিনি এগিয়ে এসেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। বইটির বাংলা নামকরণ, মুখবন্ধের অনুবাদ, মূল্যবান ভূমিকা প্রদান, সংযোজন ও সযত্ন সম্পাদনার জন্য তাঁর কাছে চির ঋণী হয়ে থাকলাম। তাঁর উদার সহযোগিতা লেখালেখির পথে আমাকে দারুন উৎসাহ যোগাবে। যোগাযোগ, মুদ্রণ, প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুজ হাফেজ ইসমাঈল নূরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কয়েকজন দরদী আত্মীয়ের আর্থিক সহায়তা বইয়ের প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে, তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অনুবাদ ও লেখালেখির জগতে আমার পদচারণা খুবই নগন্য। প্রথমবারের মত আমার কোন অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তাই অদক্ষ ও অযোগ্য হাতের এ অনুবাদে নানান ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক মহলের সংশোধনী, পরামর্শ ও নেক দোয়াই আমার একান্ত কাম্য।

পরিশেষে মহামহিমের দরবারে করজোড় মুনাজাত, হে আল্লাহ! মরহুম লেখকের রূহের উপর নাযিল করুন আপনার অপার রহমত এবং অনুবাদক, সম্পাদক ও সহযোগীদের দান করুন অর্থবহ দ্বীনি খিদমতের অশেষ তাওফীক, আমীন।

ইউসুফ নূর
ইমাম ও খতীব, ধর্ম মন্ত্রণালয়
কাতার
৫/৫/২০০০ইং

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের নির্বাহী সম্পাদক, ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, বিশিষ্ট লেখক, সম্পাদক ও চিন্তাবিদ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী প্রদত্ত

ভূমিকা

পরম দয়াময় মায়াময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ আর মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি অসংখ্য অফুরন্ত দুরূদ ও সালাম পেশ করার পর প্রথমেই উল্লেখ করছি সদ্য পরলোকগত মহান মনীষী আলেম, আমাদের দীক্ষাগুরু, আওলাদে রাসূল (সাঃ) হযরত আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ)-এর সেই যুগান্তকারী অবদানের কথা, যা বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্‌র এক মহান বিজয় হিসেবে যুগে যুগে স্মরণ করা হবে। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে শত শত বছর ধরেও যখন 'ইসলাম' সম্পর্কিত কোন বিভাগ চালু ছিল না তখন সর্বপ্রথম হযরত আল্লামা নদভী মরহুমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর রূহানী প্রভাবেই কায়েম হয় 'অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক ষ্টাডিজ'।

আশির দশকের মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্রভূমি অক্সফোর্ডে হযরতের নেতৃত্বে, অনুদান ও অনুধ্যানে স্থাপিত এ সেন্টার আজ বিশ্বব্যাপী বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জগতে ইসলামের মশাল প্রজ্জ্বলনকারী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে বরিত। ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ! পৃথিবীর নিয়ম মত গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ রোজ শুক্রবার আল্লামা নদভী আমাদের ছেড়ে পরম আরাধ্য মাবুদ মাওলার দরবারে চলে গেলেও তাঁর মিশন জারি রয়েছে। তাঁর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ও অপার হৃদ্যতায় নিসিক্ত শিষ্যের দল বিশ্বব্যাপী রয়েছে সদাচঞ্চল, সদাজাগ্রত, কর্মমুখর।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের কৃতী পুরুষ আল্লামা নদভী বিগত ১৯৮৯ সালের ২২ শে আগষ্ট সন্ধ্যায় অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের আহ্বানে সেন্টার পার্ক রোড হলে এক সুনির্বাচিত নাগরিক সমাবেশে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, লিখিত সে ভাষণটি তাৎক্ষণিকভাবেই ইংরেজী, উর্দু ও আরবীতে উপস্থাপিত হয়। আরব,. আফ্রিকা ও পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ এক অসাধারণ উপস্থিতির সামনে আল্লামার গুরুত্বপূর্ণ এ বয়ানের শিরোনাম ছিল "ইনসানিয়্যত কে মুহসিনে আযম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আওর শরীফ ও মুতামাদ্দেন দুন্ইয়া কা আখলাকি ফরয"। অর্থাৎ, মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সভ্য সুশীল পৃথিবীর নৈতিক দায়িত্ব।

অত্যন্ত উচ্চমানের এ প্রবন্ধধর্মী ভাষণটি তাৎক্ষণিকভাবেই একাধিক ভাষায় প্রকাশিত হয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এর মুখবন্ধ রচনা করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, গবেষক, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রবীণ শিক্ষক, প্রফেসর খলীক আহমদ নিজামী। উল্লেখ্য যে, আল্লামা নদভী (রহঃ)–এর বিশেষ পছন্দ হিসেবে তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের পরিচালকরূপে নিযুক্ত ডঃ ফারহান আহমদ নিজামী প্রফেসর খলীক নিজামীরই সুযোগ্য সন্তান। পাশ্চাত্য জগতকে খেতাব করে প্রদত্ত এ ভাষণটির আরবী ভাষ্য বহুদিন পূর্বে আমার নজরে আসে। এর বাংলা তরজমা করার কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি বলে মনটাও খারাপ ছিল। এরই মধ্যে এ দুঃখটা আল্লাহ্ দূর করে দেন এবং এর একটা ব্যবস্থা হয়।

পত্র–পত্রিকা ও চিঠিপত্রের স্তূপের মাঝে একখানা বড় খাম। এটি এসেছে কুয়েত থেকে। খুলে দেখি পাণ্ডুলিপি। সাথে অনুবাদকের অনুরোধপত্র। একটু দেখে, একটা ভূমিকা লিখে পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা এবং পরে পুস্তকাকারে আনার ব্যাপারে পরামর্শ দরকার। লিখেছেন অনুবাদক, কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অন্যতম ইমাম ও খতীব মাওলানা ইউসুফ নূর। দেশে থাকতে ঢাকা বা চট্টগ্রামে বোধকরি দু'

www.pathagar.com

একবার আলাপ হয়েছে। কিন্তু লেখালেখিতে তাঁর হাত বা মন সম্পর্কে জানা ছিল না। লেখকদের তরফ থেকে এ রকম অসংখ্য অনুরোধ নিত্যই আসে—শ্রমনির্ভর জীবন, কঠিন আলস্য আর অপ্রতুল যোগ্যতার দোহাই দিয়ে বেঁচে যাই। কিন্তু এ খামে ছিল এমন এক ব্যক্তির দীর্ঘ সুপারিশনামা, যার আবদার ফেলে দেয়ার শক্তি আমার ছিল না। আমার অকৃত্রিম এক বন্ধু, শানিত তরবারির মতো প্রিয়দর্শী এক প্রাণবন্ত মর্দে মুমিন। তাঁর উন্নত ভাষাশৈলী, জীবন্ত উপস্থাপনা আর মুক্তাপ্রতিম হস্তাক্ষর বুকে বয়ে আনা আরবী ভাষার পত্রটি পাঠ করার পর একজন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষের পক্ষেও অনুরোধটি ফেলে দেয়া সম্ভব নয়। আর আমি তো কুয়েতে উচ্চপদে কর্মরত এ বুদ্ধিজীবীর ধারণায় এক সহৃদয় ও সজ্জন ব্যক্তি।

অতএব, নবীন লেখক ইউসুফ নূরের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, মূদ্রণ সৌকর্যের প্রয়োজনে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি অর্থাৎ, পুস্তকের ২য়, ৩য় অংশ সংযোজন, প্রফেসর খলীক আহমদ নিজামী রচিত মুখবন্ধের তরজমা করে দেয়া, বাংলা সংস্করণের নামকরণ, একটা ভূমিকা লেখা, বই প্রকাশের জন্যে একজন উপযুক্ত প্রকাশকের সন্ধান দেয়া সহ প্রকাশনার নানা পর্যায়ে অনুবাদকের অনুজ ইসমাঈল নূরকে জরুরি পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কাজ আঞ্জাম দিতে বাধ্য হই। অবশ্য, এ বিষয়ে আমার আগ্রহ বইয়ের গুরুত্বের উপলব্ধি, মহান মুরব্বী হযরত আল্লামার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, সর্বোপরি যে মহান সত্তার উল্লেখ আর আলোচনা নিয়ে এ পুস্তিকা আমাদের প্রতি তাঁর গভীরতর হক ইত্যাদিও আমাকে এ কার্যক্রমে প্রধানত ও প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

তরুণ লেখক হাফেয মাওলানা ইউসুফ নূরের অনুবাদের হাত ও ভাষার শক্তি সমসাময়িক বাংলাদেশের অন্যান্য সতীর্থ তরুণের তুলনায় ভালো। বিষয়টিই মূলতঃ কঠিন বিধায় অনুবাদে এর চেয়ে বেশী সাবলীলতা আনার উপায়ও ছিল না। লেখকের কর্মদক্ষতা খুবই

www.pathagar.com

আশাব্যঞ্জক। তিনি যেন এ জগতে পূর্ণোদ্যমে প্রবেশ করেন, এ আমন্ত্রণ রেখে কথা শেষ করছি। আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়াতাআলা গোটা মানবজাতিকে হেদায়ত দান করুন। ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হোক পৃথিবীর প্রতিটি জনপদ। এ পুস্তকের সাথে যুক্ত সকলকে আল্লাহ পাক উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন!

আমার মতো এক নগণ্য বান্দার সংশ্লিষ্টতায় যেন এ পুস্তকের মাহাত্ম্য ক্ষুন্ন না হয়; বরং এর আলোচ্য সত্তা, আলোচক মনীষী আর প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্যোতির্ময়তায় যেন এ গোনাহ্গারের জীবনের সকল আঁধারও কেটে যায়। আয় আল্লাহ্, কবুল কর!!

বিনীত

ঢাকা ।। ০৪ জুন, ২০০০

উবায়দুর রহমান খান নদভী

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

www.pathagar.com

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব শিক্ষক, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদ, প্রফেসর খলীক আহমদ নিজামীর

মুখবন্ধ

অক্সফোর্ডের সে সুন্দর সন্ধ্যা[১] কি কোনদিন ভোলা যাবে, যখন যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী তাঁর এ প্রবন্ধ ইংরেজ, আফ্রিকী, আরব ও পাক-ভারতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের এক অনন্য সমাবেশে একজন মনীষী আলেমের ভাবগাম্ভীর্য সত্ত্বেও পরম উচ্ছ্বাসে পেশ করেছিলেন।

মানবতার উদ্দেশে এ এক সমব্যথী অন্তরের আহ্বান। সাম্প্রতিক কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাঁর বেশ কিছু প্রকাশনা শ্রদ্ধেয় মাওলানা নদভীর অন্তরে এক আবেগঘন অনুভব সৃষ্টি করে রেখেছিল আর তিনি চাইছিলেন যে, এবার যখন তিনি ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা রাখবেন তখন তাদের বলবেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ব্যক্তিত্ব তাঁদের কী দিয়েছে! ইউরোপীয়দের উপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান কত বিরাট! এ প্রবন্ধে একটি 'আহত উপলব্ধি' কর্তৃক ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে এ আহ্বান জানানো হয়েছে, সে যেনো অকৃতজ্ঞ অন্তরগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয় আর বলে দেয় যে, অকৃতজ্ঞতা এমন এক নৈতিক অপরাধ যা মানবসমাজের প্রতিটি সাফল্য ও কল্যাণের দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা এ ভাষণ দিচ্ছিলেন অত্যন্ত উঁচুদরের আরবী ভাষায়। আরব ও আরবীজানা শ্রোতারা যেন জাদুগ্রস্ত হয়ে মোহাবিষ্ট।

---

১. ২২ আগষ্ট ১৯৮৯-এর সন্ধ্যা। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি 'সেন্টার ফর ইসলামিক ষ্টাডিজ' কর্তৃক আয়োজিত এ সভায় প্রফেসর খলীক আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

ভাষণ শেষ হলে, প্রতিটি মুখে কেবল মাওলানা নদভীর ঐতিহাসিক সূক্ষ্মদৃষ্টি, উন্নত নৈতিকতা আর মানবতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসারই আলোচনা। এরপর লণ্ডনে মাওলানার কাছ থেকে এ প্রসঙ্গে আরো কথাবার্তা খুব আগ্রহভরে শোনা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিনিধিরা দলে দলে এসে তাঁকে দাওয়াত করেছেন কিন্তু নির্ধারিত কর্মব্যস্ততার দরুন মাওলানা সবখানে যেতে পারেন নি। এ প্রবন্ধ বর্তমানে ইংরেজী, আরবী ও উর্দু—তিন ভাষায়ই প্রকাশ পাচ্ছে, এটি সর্বত্র অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পড়া হবে। হযরত মাওলানার ইংল্যাণ্ডে না থাকার ক্ষতিও অনেকাংশে এ মুদ্রিত প্রবন্ধ পূরণ করবে বলে আশা করি।

ইতিহাস সাক্ষী যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন মানব জাতিকে চিন্তা ও কর্মের এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তাদের জীবনে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত করে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে মানবতার প্রেম শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভূপৃষ্ঠে এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলেন—

"চারিত্রিক উৎকর্ষের পূর্ণতা বিধানের লক্ষেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পয়গাম মানবতার প্রতি পৌঁছে দেয়ার শেষ লগ্নে বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয় ঃ

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পূর্ণ করে দিলাম।" (সূরা–মায়িদা ঃ ৩)

উপস্থিতি সাক্ষ্যপ্রদান করে ঃ

"আমরা সাক্ষ্যপ্রদান করছি, আপনি আপনার পয়গাম উত্তমরূপে পৌঁছে দিয়েছেন।"

বর্তমান যুগে একশ্রেণীর মানুষ বিশ্বমানবতার উপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসামান্য অনুগ্রহ আর অবদানের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে আছে। তাদের এ দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনাই তাদের নিজেদের নৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার জন্যে দায়ী। আর তাদের

www.pathagar.com

পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসেরও দলিল। এ প্রবন্ধে হযরত মাওলানা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিকে কী দিয়েছেন। .... তিনি তৎকালীন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত তিনটি বড় সভ্যতার—রোমান, সাসানীয় ও ভারতীয়—মৌলিক চিন্তাধারাগুলো বদলে দিয়েছেন। মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন মানবতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ভবিষ্যতের পথকে এ শিক্ষা এতই উজ্জ্বল করেছে, যার প্রভা বহুশতাব্দী পর আজও মানব হৃদয়কে স্পর্শ করছে। মানবসভ্যতা বহুবার পাশ ফিরলেও তাঁর পয়গামের উপকারিতা অপরিবর্তিতই রয়েছে। বরং দিন দিন এর প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোঙ্গলরা যখন ইসলামী বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তছনছ করে দেয় এবং মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বড় বড় শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ইসলামী আদর্শ পুনরায় তার সক্ষমতা প্রদর্শন করে, খুব বেশি দিন লাগেনি, সেসব অসভ্য জাতি খুব দ্রুত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক মূলবোধ তাদের দ্বারাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিধ্বস্ত শহর নগর পুনরায় তারাই গড়ে তোলে। ইসলামের প্রকৃতি এটিই, কবির ভাষায় ঃ

"কারেঙ্গে আহলে নজর তাযাহ্ বসতিয়াঁ আবাদ"

অর্থাৎ, দিব্যদৃষ্টিমান সাধকেরা চোখের দৃষ্টিতে পুনরায় জিন্দা করবেন মৃতসব নগরী।

ইউরোপের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সভ্যতা-বিশারদগণ ইসলামের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, সভ্য ও উন্নত বিশ্ব কোনক্রমেই ইসলামের মহান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবদান ও অনুগ্রহের ব্যাপারে পরাঙ্মুখ হতে পারে না। এসব চিন্তাবিদের উদ্ধৃতির আলোকেই মাওলানা তাঁর আলোচনায় এসব অবদানের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে যে উপস্থাপনধর্মিতা, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, শক্তিমত্তা এবং কণ্ঠস্বরের যে আবেগ আর নিষ্ঠা—

www.pathagar.com

পুস্তিকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়েই পাঠক তা আন্দাজ করতে পারবেন।

মাওলানার এ আহ্বান একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ স্থান থেকে, বিশেষ অবস্থার দাবিতে উচ্চারিত হয়েছিল বটে তবে এর আবেদন প্রতিটি ক্ষেত্রেই সবসময় পাঠককে উপকৃত করবে।

খলীক আহমদ নিজামী
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
আলীগড়।

www.pathagar.com

মহানবী (সঃ)
ও
সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার

২২শে আগষ্ট ১৯৮৯ ইং
অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক ষ্টাডিজ

সুধীমণ্ডলী,

এই পৃথিবীর দিকে একটু তাকান, এখানে আমাদের বসবাস। সকলেই এখানে স্বীয় বিশ্বাস, রুচি, যোগ্যতা ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। স্বদেশবাসী শুধু নয় বরং সমকালীন সকলের সাথে ভদ্র ও মার্জিত, শান্তি ও সুখময় জীবনযাপনে আমরা অভ্যস্ত। এর সাথে সাথে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণ, রচনা ও গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের সুপরিসর ক্ষেত্রে ও আপন মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়। তদুপরি এ জীবনধারা ও সমাজব্যবস্থাকে আরো নিরাপদ, সুন্দর ও শান্তিময় এবং অধিক উন্নত ও প্রগতিশীল করার দুর্জয় আকাংখাও সকলের মনে বিরাজমান। কিন্তু এ দুনিয়া, এ ভূগোলক এবং আমাদের এ বাসভূমি সর্বদা এমন শান্ত-সংযত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সহনশীল ও উদার ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদন, আপন বিশ্বাস ও চিন্তাধারার আলোকে জীবন-যাপন, পরস্পরের স্বীকৃতি ও সৌজন্য প্রদর্শন এবং সহাবস্থান তথা Co-existence -এর এমন উপযুক্ত পরিবেশ যে এ পৃথিবীতে সর্বদা বিরাজমান ছিল, এমন নয়।

এ ভূখণ্ডে বসবাসরত মানবজাতি অনেক বার আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক যুগ এসেছে যখন মানুষ বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও খুইয়েছিল। মানবিক অনুভূতি ও

www.pathagar.com

বিবেক বিসর্জন দিয়ে তারা হয়ে উঠেছিল নির্বোধ প্রাণী ও রক্তপায়ী মানুষখেকো হিংস্র জানোয়ারের অনুরূপ। সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও শিল্প, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, আইন ও ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা ও নিয়ম–কানুন সবকিছুই যেন অন্তিম নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছিল।

সকলেই অবগত আছেন যে, ইতিহাস সংকলনের কাজ অনেক বিলম্বে ঘটেছে এবং 'প্রাগৈতিহাসিক' যুগ 'ঐতিহাসিক' যুগের চেয়ে অনেক অনেক দীর্ঘ ও বিশাল। সর্বোপরি মানবতার তিরোধান ও পশুত্বের উত্থান–ইতিবৃত্ত এমন সুখকর ও গৌরবজনকও নয় যে, তার উপস্থাপন তৎপরতায় লেখক ও ঐতিহাসিকগণ আপন প্রতিভা ও মেধা নিঃশেষ করে দেবেন। এজন্যেই মানবসমাজ সভ্যতা–সংস্কৃতি এবং শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাসমূহের পতন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় অবিন্যস্তভাবে দেখতে পাই এবং তা উদ্ধার করাও অত্যন্ত সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। বিশ্ব ইতিহাসের এ ধারা যা অনেকাংশে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে তার থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বর্ণনা আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক H. G. Wells সাসানী ও বাইজেন্টাইন সরকারগুলোর শাসনকালের চিত্র অংকন করে লেখেন ঃ

"এসব পতনোন্মুখ যুদ্ধপ্রিয় সরকারগুলোর আমলে বিজ্ঞান ও রাজনীতি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। এথেন্সের পরবর্তী দার্শনিক দল তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া পতনকাল পর্যন্ত প্রাচীন যুগের সাহিত্য সম্ভার অসাধারণ আন্তরিকতা সহকারে সংরক্ষণ করেছিলেন। অবশ্য এটা কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারার আলোকে ছিল না। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর বুকে এমন কোন মানবগোষ্ঠী নেই, যারা প্রাচীন মনীষীদের ন্যায় নির্ভীক ও স্বাধীন চিন্তা–চেতনার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসবে এবং পূর্ববর্তীদের লেখনীর পদাঙ্ক অনুসরণে সত্যান্বেষণ ও তথ্যানুসন্ধান কিংবা মতামত প্রকাশের বেলায় সাহসিকতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, এ দলের অস্তিত্বহীনতার মূল কারণ ছিল, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা। তবে আরেকটি কারণেও তখন মানবমেধার এ নিদারুন অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। পারস্য ও রোম উভয় দেশেই উদারতার অভাব ছিল প্রকট। উভয় প্রশাসনই ছিল এক নব–আঙ্গিকের ধর্মীয় প্রশাসন, যেখানে স্বাধীন মত প্রকাশের উপর সেন্সর আরোপ করা হয়েছিল।" [১]

রোম সাম্রাজ্যের উপর পারসিকদের আক্রমণ এবং রোমকদের বিজয় সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা শেষে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বিরাজমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লেখক বলেন ঃ

"কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যতদ্রষ্টা যদি সপ্তম শতাব্দীর সূচনালগ্নে বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতেন তাহলে তিনি এ কথাই বলতে বাধ্য হতেন যে, কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। পশ্চিম ইউরোপে একতা ও শৃংখলার কোন অস্তিত্বই ছিল না। রোমক ও পারসিক সরকারগুলো একে অন্যের ধ্বংস সাধনে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষও ছিল দ্বিধাবিভক্তি ও বিপর্যয়ের শিকার।" [২]

Robert Briffault লেখেন ঃ

"পঞ্চম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ছিল ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত। এ অমানিশা ও অন্ধকার ক্রমান্বয়ে আরো গভীর ও ভয়ানক হতে যাচ্ছিল। সে যুগের বর্বরতা ও পশুত্ব আদিকালের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছিল। কারণ, তা ছিল এক সাংস্কৃতিক লাশের অনুরূপ, যার মধ্যে পচন ধরেছিল। সভ্যতা ও সাংস্কৃতির স্মারকগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল এবং তার উপর এঁটে দেয়া হয়েছিল পতনের সীলমোহর। ইটালী ও ফ্রান্স সহ যে সব দেশে এ সভ্যতা এনেছিল অপার সমৃদ্ধি এবং তথায় আরোহণ করেছিল উন্নতির শীর্ষচূড়ায় আজ সেখানে শুধু নাশকতা ও ক্ষমতা দ্বন্দ্বের অনুশীলন।" [৩]

www.pathagar.com

প্রাচীন ধর্মগুলোর তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠা সভ্যতার পতন বৃত্তান্ত J. H. Denison –এর ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্য দুনিয়া পতনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল, দীর্ঘ চার হাজার বছর ধরে যে সভ্যতার চুল ও ডানা গজিয়েছিল তা এখন বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে এবং মানবকুল পুনরায় আদিম বর্বর যুগে প্রত্যাবর্তন করতে যাচ্ছে, যেখানে প্রত্যেক দল ও সকল গোত্র পরস্পর সংঘর্ষে মেতে উঠবে এবং বিদায় নেবে শান্তি ও নিরাপত্তা, ... প্রাচীন গোত্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রভাব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল ..... খৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের ধারা একতা ও শৃংখলার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছিল। এ যুগ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। যে সভ্যতা এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের ন্যায় সমগ্র দুনিয়াকে আপন ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিল এবং যার প্রতিটি ডালে ঝুলেছিল শিল্প ও সাহিত্যের সোনালী দল তা ছিল ধ্বসে যাওয়ার কাছাকাছি এবং তার গ্রহণকাল চলছিল।" ৪

মানবজাতি ও সভ্যতা–সাংস্কৃতির এ অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ আরব উপদ্বীপে এক মহামানব সৃষ্টি করলেন এবং তার উপর অর্পণ করলেন মানব প্রজন্মকে উদ্ধারপূর্বক মানবতার শীর্ষচূড়ায় পৌছে দেওয়ার এক নাজুক ও দুরূহ মিশন। এটা ছিল ঐতিহাসিকদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও কল্পনাবিলাসী কবিদের উচ্চ ধারণারও অতীত। এর স্বপক্ষে ইতিহাসের অকাট্য সাক্ষী ও অব্যাহত ধারা বর্ণনা না থাকলে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও কঠিন ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত সে মহামানব হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ মহামানবের প্রথম অবদান হল যে, তিনি দীর্ঘকাল যাবত মানব সন্তানের মাথার উপর ঝুলন্ত ও তার উপর আঘাত হানতে উদ্যত নাঙা তরবারী অপসারণ করলেন এবং তাকে দান করলেন এক অপূর্ব উপহার; যার কল্যাণে লাভ করল সে এক নবজীবন, অর্জন করল নতুন প্রত্যয় ও নতুন শক্তি, পেল নতুন সম্মান এবং শুরু হল তার নব

www.pathagar.com

যাত্রা, রাসূলুল্লাহর বরকতে সভ্যতা-সংস্কৃতি জ্ঞান ও শিল্প, আধ্যাত্মিকতা ও নিষ্ঠা এবং মানবতা বিনির্মাণের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হল। মানব সমাজ তার নিকট থেকে পেল এক অমূল্য সম্পদ যার উপর নির্ভর করে মানবতার সমৃদ্ধি ও কল্যাণ এবং সংস্কৃতির গঠন ও উন্নয়ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সে অমূল্য পুঁজি ও মূলধন হল ঃ

কল্যাণের প্রতি অনুরাগ ও অকল্যাণ বর্জনের প্রেরণা, শিরক শক্তি তথা শিরক কেন্দ্রের মূলোৎপাটন এবং সৎকর্মের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্যাগ স্বীকারের বরকতপূর্ণ সংকল্প। বলাবাহুল্য, মানুষের সকল উন্নতি ও প্রগতি এবং অবিস্মরণীয় অবদানগুলোর মূলে রয়েছে একমাত্র এই পবিত্র প্রেরণা ও বরকতপূর্ণ সংকল্প। কারণ, সকল উপায়-উপকরণ, আসবাবপত্র এবং পরীক্ষাগার ও গবেষণা সংস্থাসমূহ মানুষের ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কঠোরতা ও বর্বরতার অবসান ঘটিয়ে হৃদ্যতা ও মমতা এবং ভদ্রতা ও মানবতার বিকাশ ঘটিয়েছেন। সকলের মাঝে আপন শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি অখণ্ড পরিশ্রম করে গেছেন। বিশ্রাম ও সুখ তার জীবনে ছিল না। সম্মান ও মর্যাদার ভাবনা তাকে কখনো পায়নি। এমন কি নিজের প্রাণের ভয়ও তার ছিল না। তাঁর এই একটানা প্রাণপাত পরিশ্রম ও কষ্টক্লেশের বিনিময়ে মানবতাহীন পশুমন মানবকুলের মধ্যে জন্ম নিল অসংখ্য পুণ্যাত্মা মানব, যাদের নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় সুবাসিত হল নিখিল ভূবন, যাদের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যের পরশে মানবতার ইতিহাস লাভ করল এক নতুন আকর্ষণ। সম্মান ও মর্যাদা লাভের বেলায় তাঁরা ফিরিশতাকুলকেও অতিক্রম করে গেলেন। পতনোন্মুখ ও ধ্বংসপ্রায় মানবতার মাঝে এল নবজীবনের উষ্ণতা, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের জয়জয়াকার শুরু হল। দুর্বল ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে শক্তিধরদের কাছ থেকে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার শক্তি ও সাহস সঞ্চার হল। নেকড়ের দল হল

www.pathagar.com

বকরীপালের রক্ষক। আকাশ বাতাস জুড়ে নেমে এল দয়া ও করুণার বসন্ত। প্রেম ও ভালবাসার সৌরভে মোহিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। সরগরম হয়ে উঠল শান্তি–সুখের বাজার। পৃথিবীর বুকেই চালু হল জান্নাতের বিপণীকেন্দ্র। ঈমান ও প্রত্যয়ের সুরভিত বাতাসে আন্দোলিত হয়ে উঠল সারা দুনিয়া। প্রবৃত্তি ও লালসার শৃংখলমুক্ত হল মানবাত্মা। সদাচারের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ চুম্বকের দিকে ইস্পাতের আকর্ষণের অনুরূপ হয়ে উঠল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় মৌলিক ও মূল্যবান উপহারের কথা আমরা সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত আকারে উপস্থাপন করতে চাই। এগুলো মানবজাতির দিক নির্দেশনা, কল্যাণ ও সফলতা অর্জন এবং গঠন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অসামান্য অবদান রেখেছে এবং গোড়াপত্তন করেছে এক প্রাণময় দীপ্তিমান পৃথিবীর ; যার সাথে পূর্বের নির্জীব ও ক্ষীয়মান পৃথিবীর কোন তুলনাই চলে না।

মানবজাতিকে প্রদত্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে অমূল্য উপঢৌকনসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট এক তাওহীদী বিশ্বাস।

২. মানব ঐক্য ও সাম্যের ধ্যানধারণা।

৩. মানবতার সম্মান এবং মানব জাতির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা।

৪. নারীর সামাজিক মর্যাদা বিধান ও তার অধিকার সংরক্ষণ।

৫. নৈরাশ্য ও কুলক্ষণ ধারণার প্রত্যাখ্যান এবং মানব মানসে আস্থা, সাহস ও গৌরববোধ জাগরণ।

৬. ইহ–পরকালের সমন্বয় সাধন এবং যুদ্ধরত প্রতিদ্বন্দ্বী মানব শ্রেণীসমূহের মাঝে একতা স্থাপন।

৭. ধর্ম ও জ্ঞানের মাঝে এক সুসংহত পবিত্র ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন এবং একটির সাথে অপরটির ভাগ্য সংযোজন, জ্ঞানের সম্মান ও মর্যাদা বিধান এবং তাকে লাভজনক ও খোদাপ্রাপ্তির অনন্য মাধ্যম

www.pathagar.com

হিসেবে গড়ে তোলার নন্দিত প্রয়াস।

৮. ধর্মীয় বিষয়াবলীতেও জ্ঞানের ব্যবহার ও এর দ্বারা উপকারিতা লাভের অনুরাগ সৃষ্টি এবং নিজস্ব সত্তা ও বিশ্বভূবন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার উৎসাহ দান।

৯. পৃথিবীর পরিচালনা ও পথ প্রদর্শন, ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিকতা ও প্রবণতার পর্যবেক্ষণ, জগতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সত্যের সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে ইসলামী উম্মাহর প্রশিক্ষণ।

১০. বিশ্বাস ও সভ্যতাভিত্তিক বিশ্ব ঐক্য প্রতিষ্ঠা।

এখানে আমরা নিজস্ব বক্তব্য ও ব্যাখ্যা প্রদানের পরিবর্তে পাশ্চাত্যের কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক, গবেষক, লেখক ও সাহিত্যিকের মন্তব্য ও মতামত পেশ করতে চাই। মনে রাখা উচিত, এ সভ্য দুনিয়ার সম্মান এবং ইতিহাস, নীতিকথা, সাহিত্য ও কাব্য ভূবনের মূলবোধ অক্ষুন্ন থাকার পেছনে কতিপয় বস্তুর অবদান রয়েছে। আর তা হল ঃ

অনস্বীকার্য বাস্তবতা ও সত্য ঘটনাবলীর প্রকাশ ও বর্ণনা দান, মেধা ও প্রতিভার যথাযোগ্য সম্মানদান এবং অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের এ পৃথিবী, আমাদের সভ্যতা, আমাদের নৈতিক ব্যবস্থাপনা, আমাদের সাহিত্য ভাবনা ও বাক স্বাধীনতার জগতে যেদিন উক্ত সৌজন্যসূচক উপাদানের অভাব ঘটবে সেদিন এ পৃথিবীর বাসিন্দা হওয়ার গৌরব ও আনন্দবোধও চিরতরে বিদায় নেবে। অপর দিকে ধরাতল কেবল চতুষ্পদ জন্তু ও বন্য হিংস্র প্রাণীর নিবাসে পরিণত হবে, যেখানে শুধু উদরপূর্তি, হীন ভোগবিলাস এবং প্রবৃত্তি ও লালসা চরিতার্থ ছাড়া আর কোন কিছুরই আবেদন থাকবে না। বিলুপ্ত হয়ে যাবে ছাত্র-শিক্ষকের অপার্থিব টান, দাতা ও গ্রহিতার সৌজন্যপূর্ণ সম্পর্ক, চিকিৎসক ও রোগীর সকৃতজ্ঞ সম্বন্ধ এবং মাতাপিতা ও সন্তানের রক্তের বাঁধন। এমনকি রক্ষক ও ভক্ষকের মধ্যকার পার্থক্যের অনুভূতিটুকুও আর থাকবে না।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও অনুগ্রহ স্বীকার মানুষের এক সহজাত অনুভূতি। এ সম্পর্কে 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এ্যথিক্স' এর নিবন্ধকার William H. Davidson পরিবেশিত একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হচ্ছে, যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কৃতজ্ঞতা মানুষের একটি বিশ্বজয়ী গুণ এবং প্রত্যেক যুগেই তা অক্ষুন্ন থাকা একান্ত প্রয়োজন।

নিবন্ধকার লেখেন ঃ

"Thomas Brown এর মতে কৃতজ্ঞতা হচ্ছে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের এক আনন্দদায়ক অনুভূতির নাম। আর অন্যের দ্বারা উপকৃত হলেই কেবল এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এ অনুভূতি আসলে সে উপকারেরই অংশবিশেষ, যার সুফল আমরা লাভ করে থাকি।

কৃতজ্ঞতা কোন দয়া ও অনুকম্পার প্রতিক্রিয়া এবং সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও সন্তুষ্টচিত্ততায় এর প্রকাশ ঘটে। এ প্রতিক্রিয়া হয়—তাৎক্ষণিক এবং স্বতঃপ্রণোদিত। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, মানুষে মানুষে ভালবাসা ও মিলন এটা তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং এর সকল লক্ষণ হল মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ এক ধ্বংসাত্মক চরিত্র।" [৫]

নৈতিকতার অবক্ষয়, মনমানসিকতার অধঃপতন বিবেকের পক্ষাঘাত ও মৃত্যুবরণ এবং মানবিক সৌজন্যে সর্বশেষ লক্ষণ থেকেও বঞ্চিত হওয়ার সবচে' বড় প্রমাণ হচ্ছে, ধর্মীয় দিকপাল, মানবতা সংস্কারক এবং ভূমণ্ডল যাদের অবদানে ধন্য তাঁদের উপকার ভুলে যাওয়া ; পরন্তু তাঁদের উপর এমন জঘন্য ভাষায় ও কুৎসিত উপায়ে আক্রমণ করা ; যা কোন নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট মানুষের ব্যাপারেও শোভনীয় নয়। বলা বাহুল্য, এর দ্বারা কেবল তাঁদের কোটি কোটি অনুসারী ও নিবেদিতপ্রাণ ভক্তকুলের হৃদয় ও মন রক্তাক্ত করে দেয়াই হয় না ; বরং সত্য ও বাস্তবতার প্রাণ হরণ করার পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখে ধুলো দেয়ার প্রয়াসও চলতে থাকে। এ ধরনের

www.pathagar.com

ঘৃণ্য মানসিকতা লালনকারী বিবেক বিক্রেতা এবং অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে কোন ভদ্রসমাজ কিংবা সভ্যদেশ মেনে নিতে পারে না।

তবে এর বিপরীত চরিত্রেরও অভাব নেই। যে পাশ্চাত্য ভূমিতে বসে আজ আমরা মতবিনিময় করছি সে পাশ্চাত্য দুনিয়ার কতিপয় উন্নত ও আদর্শ দেশের গর্বিত নাগরিক, ন্যায়পরায়ণ, সত্যানুরাগী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লেখকমণ্ডলী ও সাহিত্যসেবীদের চিন্তা-প্রসূত মতামত পেশ করছি।

খ্যাতনামা ফরাসী সাহিত্যিক Lamartine নবুয়াতে মুহাম্মদীর জয়ধ্বনি করে লেখেন ঃ

"স্বজ্ঞানে হোক কিংবা অজ্ঞানে, কোন মানুষই (মুহাম্মদের ন্যায়) এমন উচ্চতর পরিকল্পনা ও মিশন নির্বাচন করতে সক্ষম হয়নি। কারণ, এটা ছিল মানুষের সাধ্যাতীত, অনুমাননির্ভর কল্পনা ও অমূলক অভিলাষ যা মানুষ ও তাঁর মহান সৃষ্টিকর্তার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে অপসারণ করে মানুষকে খোদার তরে সমর্পণ এবং খোদার দরবারে মানুষের আনয়ন এবং তদানীন্তন যুগের প্রতিমা অর্চনার প্রতীক অসংখ্য জড় খোদার স্থলে এক খোদার পবিত্র ধ্যান ধারণার উপস্থাপন, এ ছিল সেই মহান মিশন .... নিতান্ত স্বল্প উপায় উপকরণ নিয়ে মানব ক্ষমতাতীত এ বিশাল কর্মের উদ্যোগ গ্রহণ আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। .....

যুগ ছিল প্রতিমাপূজার। যে মুহূর্তে পৃথিবীতে বিপুল উপখোদার উপাসনার সয়লাব সে মুহূর্তে একত্ববাদের ঘোষণা দেয়াই এক শক্তিমান অলৌকিক ব্যাপার বৈ কি? মুহাম্মদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল তাওহীদী বিশ্বাসের ঘোষণা আর প্রাচীন প্রতিমা মন্দিরগুলোতে দেখা দিল ধুলাবালির পদচারণা এবং এক-তৃতীয়াংশ দুনিয়া জুড়ে দৃশ্যমান হল ঈমানী উচ্ছ্বাস।" [৬]

John William Draper ইউরোপের মানসিক ও জ্ঞানগত ইতিহাসের আনুষঙ্গিক আলোচনায় বলেন ঃ

www.pathagar.com

"৫৬৯ খৃষ্টাব্দে Justinian এর মৃত্যু ঘটে। এর চার বছর পর আরবের মক্কা নগরীতে সে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল, যিনি মানবজাতির উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।" [৭]

তিনি আরো লেখেন ঃ

"মুহাম্মদের মাঝে সেসব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল, যেগুলো একাধিকবার দুনিয়ার রাজত্বসমূহের ভাগ্য নির্ধারণী ভূমিকা পালন করেছে। অসার অপ্রাকৃতিক দর্শনের আলোচনায় মনোনিবেশ করার পরিবর্তে তিনি চিরন্তন সত্যসমূহের প্রতি তাকীদ করে গেছেন। আর পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা ও নিস্কলুষতা এবং নামায ও রোযার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্যে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।" [৮]

এ শতাব্দীর সেরা চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেন ঃ

"মুসলমানদের মাঝে জাতিগত বৈষম্যের বিলোপ সাধন ইসলামের এক মহান অবদান। বর্তমান পৃথিবীর যা অবস্থা তাতে ইসলামের এ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক প্রচার প্রসার সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী।" [৯]

আশ্চর্যই বলতে হবে যে, দু'শ বছর পূর্বে টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyl) সকল নবীর মধ্য থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের জন্যে আদর্শরূপে নির্বাচন করেছিলেন, আর এখন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে মাইকেল এইচ হার্ট (Michael H.Hart) পৃথিবীর ইতিহাসে মানব সভ্যতার উপর সর্বাধিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনকারী অনন্য ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশীর্ষে স্থান দিয়েছেন। [১০]

মানব জাতির উপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী ও তাঁর দীক্ষাপ্রাপ্ত উম্মতের অনুগ্রহ বিশাল এবং মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাদের কীর্তি ও অবদান অনস্বীকার্য। বিষয়টিকে আমরা দু'টি অকাট্য ঐতিহাসিক ঘটনার অবয়বে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

ইতিহাসের গবেষক ছাত্র যারা তারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, হিজরী সপ্তম শতাব্দী তথা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুনিয়ার সুশিক্ষিত দেশসমূহ, সভ্যতা–ভদ্রতা, জ্ঞান ও সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও মানবতা এবং সুপ্রশস্ত ও সুগভীর প্রভাবধারী ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মদ্বয় ও তার অনুসারী এবং তার প্রতিষ্ঠিত সুদূর বিস্তৃত উন্নত ও উর্বর সাম্রাজ্যগুলো সর্বোপরি মানব অস্তিত্বের ভবিষ্যত এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছিল। মনে হয়েছিল যে, অতীতের সকল কর্ম ও প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবে ; বর্তমানের দীপ্তি ও লাবণ্য এবং জ্ঞান ও উৎকর্ষের উপর ধ্বংসচিহ্ন এঁকে দেয়া হবে এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাগুলো হয়ে পড়বে সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ। বর্বর তাতারী তথা মোঙ্গলীয় জাতির অসাধারণ ক্ষমতাবান ও Genius সেনানায়ক চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে পশ্চিম ও দক্ষিণে অবস্থিত সুশিক্ষিত সাম্রাজ্যগুলোর উপর অ্যাচমকা আক্রমণের কারণেই উপরোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল। ৬১৬ হিজরী মোতাবেক ১২১৯ খৃষ্টাব্দে এ তাতারী আগ্রাসন শুরু হয়। এ আগ্রাসনের উন্মত্ততা ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের প্রচণ্ডতা এবং পৃথিবীর সভ্যতা–সংস্কৃতি, ধর্ম–দর্শন, জ্ঞান–বুদ্ধি,নির্মাণ ও শৈল্পিক উত্তরাধিকার ধ্বংসের অভাবিত ক্ষমতা এবং তার সমূহ নিদর্শন ও সম্ভাবনা প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে কতিপয় উদ্ধৃতি যথেষ্ট। এগুলো চেঙ্গিস খান বিষয়ক প্রামাণ্য ঐতিহাসিক Harold Lamb লিখিত Cenghis Khan থেকে গৃহিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

"চেঙ্গিস খানের যাত্রাপথে যে নগরীই আসত, তা কাগজে মূদ্রিত ভুল অক্ষরের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়া হতো। নদ–নদীর গতি পরিবর্তন হয়ে যেত। মরুপ্রান্তর জুড়ে বয়ে যেত হতবুদ্ধ ও মরণোন্মুখ শরণার্থীদের সয়লাব। তার প্রস্থানের পর এককালের জনবহুল এলাকাগুলোতে নেকড়ে আর শকুন ছাড়া অন্য কোন প্রাণী অবশিষ্ট থাকত না।" [১১]

"চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীদের মোকাবিলায়

www.pathagar.com

খৃষ্টীয় জগত যখন হতবুদ্ধ ও দিশেহারা, তখন পশ্চিম ইউরোপ রক্তপিপাসু তাতারীর পদতলে পিষ্ট হচ্ছিল। পোল্যাণ্ডের রাজা ব্লুস্লাস এবং হাঙ্গেরীর অধিনায়ক বেলা পরাজিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল। অপর দিকে সাইলোবিয়ার ডিউক হেনরী নিজের টাইটানিক ঘোড় সওয়ারদের নিয়ে যুদ্ধরত অবস্থায় Liegnitz এলাকায় মৃত্যুবরণ করে।" [১২]

"এ যুদ্ধ সকল সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিল। এমন কি তা (পরবর্তীকালে সংঘটিত) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল উস্কানীবিহীন এক নির্বিবাদ মানব হত্যাযজ্ঞ এবং এর উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মানুষ সংহার করা।" [১৩]

"তাতারীদের প্রতিরোধ করার সাধ্য মানুষের ছিল না। কারণ, তারা অরণ্য ও মরুভূমির সকল আশংকা ও ভয় জয় করে চলছিল। পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কোন কিছুই তাদের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। কোন ধরনের বিপদাশংকা তাদের অন্তরে ছিল না। তাদের আক্রমণ ঠেকানোর শক্তি কোন দুর্গের ছিল না। আর কোন মযলুমের আহাজারীতে তাদের হৃদয়ে কোন দয়া ও করুণার উদ্রেকও হতো না।" [১৪]

"তাতারীদের বিজয় কাহিনীর অধিকাংশ তাদের শত্রুপক্ষীয় ঐতিহাসিকদের কলমে বিবৃত হয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর তাদের আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা এত ভয়াল ও প্রকট ছিল যে, অর্ধ পৃথিবীর সবকিছু আবার নতুনভাবে আরম্ভ করতে হয়েছে। প্রেষ্টার জনের সাম্রাজ্য আউরোখতা, করাখতাই, খাওয়ারিযম এবং তার মৃত্যুর পর বাগদাদ রুশ ও পোল্যাণ্ড সাম্রাজ্যগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই অপরাজেয় দানব যখন কোন জাতির উপর বিজয় লাভ করত, তখন এমনিভাবেই অন্যান্য ঝগড়া বিবাদের ইতি ঘটত। ভাল হোক কিংবা মন্দ, পূর্বেকার সকল অবস্থার গতিধারা পরিবর্তন হয়ে যেত সম্পূর্ণভাবে। তাতারীদের জয়ের পর যেসব মানুষ বেঁচে থাকত তাদের

www.pathagar.com

মাঝে কিছুকাল নিরাপত্তা বিরাজ করত।" [১৫]

কেম্ব্রীজ প্রকাশিত 'মধ্যযুগের ইতিহাস' রচয়িতাগণ তাতারীদের প্রবল ও ভয়াল আক্রমণ ইতিবৃত্ত এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"পৃথিবীর ইতিহাসে এ নতুন শক্তির উত্থান ঘটল। গোটা মানবগোষ্ঠীর জীবনধারা পাল্টে দেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একটিমাত্র ব্যক্তি-নির্ভর এই নতুন শক্তির যাত্রা চেঙ্গিস খানের মাধ্যমে শুরু হয় এবং তদীয় পৌত্র কুবলাই খানের হাতে তার সমাপ্তি ঘটে। তার সময়ে নিরাপদ ও অবিমিশ্র তাতারী সাম্রাজ্যে খণ্ডতা ও মতভেদ এবং মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। পৃথিবীর ক্যানভাসে পুনরায় এ জাতীয় কোন শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেনি।" [১৬]

তাতারী আগ্রাসন ও ত্রাস যে কেবল মধ্য এশিয়া, ইরান ও ইরাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয় ; বরং ইউরোপের দূর প্রান্তের দেশসমূহের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল। অথচ সেসব ভূখণ্ডে তাতারীদের গমন ছিল কল্পনাতীত। ঐতিহাসিক গীবন তার সাড়া জাগানো (The decline and fall of the Roman empire) নামক গ্রন্থে লেখেন ঃ

"সুইডেনবাসীদের কাছে রাশিয়ার মাধ্যমে তাতারী প্রলয়ের সংবাদ পৌঁছলে তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে। এমনকি ভয়ের কারণে তারা সে সময় তাদের চিরাচরিত রুটিনমাফিক ইংল্যাণ্ড উপকূলীয় অঞ্চলে মৃগয়া ভ্রমণের জন্যেও বের হয়নি।" [১৭]

তাতারীরা সর্বপ্রথম বোখারার সর্বনাশ সাধন করে, তাকে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। শহরের কোন নাগরিক প্রাণে বাঁচেনি। অতঃপর সমরকন্দ নগরীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। জনবহুল নগরীর কেউ প্রাণে রক্ষা পায়নি। ইসলামী দুনিয়ার খ্যাতনামা নগরীগুলো একই প্রলয়ের শিকার হয়েছে। ইউরোপের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল প্রবল। ইউরোপের নৈতিক স্খলন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃংখলা এবং সামাজিক নষ্টামী (যার কিছু বর্ণনা ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

আমরা পাশ্চাত্যের সত্যানুরাগী ও সত্য প্রকাশে নিবেদিতপ্রাণ লেখকদের বরাত দিয়ে করেছি) সে পরিস্থিতিরই আহবান করছিল এবং এরই পরিবেশ সৃষ্টি করছিল যে, ইসলামী দুনিয়ার সর্বশেষ ঐক্যবদ্ধ শক্তি খাওয়ারেযম শাহী সালতানাতের অস্তিত্ব বিলীন এবং ইসলামী জগতের কেন্দ্রীয় স্থান ও ফুলবন নগরীগুলো ধ্বংসের পর তাতারী খৃষ্টীয় পাশ্চাত্য অভিমুখে তার যাত্রা শুরু করবে এবং তার মর্মান্তিক অবস্থাও ইসলামী প্রাচ্য থেকে ভিন্নতর হবে না।

ইতিপূর্বে উদ্ধৃত H. G. Wells -এর মতামত ছিল নিম্নরূপ ঃ

"কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যতদ্রষ্টা যদি সপ্তম শতাব্দীর সূচনালগ্নে বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতেন তাহলে তিনি এ কথাই বলতে বাধ্য হতেন যে, কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।" [১৮]

Harold Lamb বলেন ঃ

"চেঙ্গিস খানের দুনিয়াজোড়া প্রলয়কাণ্ড ও লুণ্ঠনের কারণে সভ্যতা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এমনকি অর্ধ পৃথিবীর সভ্যতা ও শিষ্টাচারকে মৃত্যুবরণ করে পুনর্জন্ম লাভ করতে হয়েছিল। খাওয়ারেযম সালতানাত, বাগদাদ খিলাফত, রুশ সাম্রাজ্য এবং কিছুদিনের জন্যে পোল্যাণ্ড (পোলার) রাজত্বের অবসান ঘটেছিল।" [১৯]

তিনি আরো বলেন ঃ

"যখন তাতারীরা ধাওয়া করল, তখন জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ সহ্য করতে পারেনি। তাতারীরা তাদেরকে প্রায় নিঃশেষিত করে দিয়েছিল।" [২০]

কিন্তু অকস্মাৎ অলৌকিকভাবে এক অভাবিত ঘটনা ঘটল যার দ্বারা ইতিহাসের গতিই পরিবর্তিত হয়ে গেল। শুধু সভ্য দুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তাই নয় ; বরং সভ্যতা ও সংস্কৃতি, শক্তি ও সংহতি, উন্নতি ও প্রগতি এবং চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার এক নতুন যাত্রা সূচিত হওয়ার সুযোগ এল। ঘটনাটি ছিল এমন যে, এই অপরাজেয় বিজয়ী

www.pathagar.com

জাতি তাদেরই হাতে বিজিত অসহায় ও অবদমিত মুসলমানদের ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল, যাদের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক সকল শক্তি তখন তিরোহিত এবং যার অনুসারী তাতারীদের দৃষ্টিতে ছিল চরমভাবে অপমানিত ও ধিকৃত।

অধ্যাপক T. W. Arnold তার খ্যাতনামা 'ইসলামের দাওয়াত' (Preaching of Islam) গ্রন্থে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ

"কিন্তু ইসলাম স্বীয় অতীত জৌলুসের ভস্ম থেকে পুনর্বার উঠে দাঁড়াল। ইসলামের প্রচারক দল সে বর্বর তাতারীদেরকেই মুসলমান বানিয়ে ফেললেন যারা মুসলমানদের উপর অত্যাচারের সকল প্রকার অনুশীলন চালিয়েছিল।" [২১]

যেসব নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্বের অবদানে রক্তপিপাসু তাতারী জাতি ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অনেকের নামই আমাদের অজানা। কিন্তু তাদের এ অবদান জগত ইতিহাসের যে কোন গঠন ও সংস্কারমূলক এবং বৈপ্লবিক অবদানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শুধু মুসলিম কিংবা খৃষ্টীয় পাশ্চাত্য নয় বরং গোটা মানবজাতি ও পৃথিবীকে তাদের অনুগ্রহ স্বীকার করে যেতে হবে। কেননা তারা পৃথিবীকে বর্বরতা ও পাশবিকতা এবং অবিশ্বাস ও হতাশার ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা, জ্ঞানপ্রীতি ও জ্ঞান লালন, রতন চেনা এবং যোগ্যতা ও প্রতিভা মূল্যায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং প্রয়াস ও পরিশ্রমের মর্যাদা দানকারীদের তত্ত্বাবধানে এক শান্ত পরিবেশে জ্ঞান ও চিন্তা, রচনা ও সংকলন, অধ্যাপনা ও শিক্ষাদান এবং শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নতুন যাত্রা শুরু হয়।

চেঙ্গিস খানের পরলোকগমনের পর তার সাম্রাজ্য তার চার তনয়ের মধ্যে বন্টিত হয়ে গিয়েছিল। চারটি শাখাতেই ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। আর তাতারী সম্রাট ও তার দাওয়াত ও তাবলীগের প্রভাবে তাতারীরা জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে

www.pathagar.com

লাগল। এমনকি এক শতাব্দীর মধ্যেই প্রায় সকল তাতারী মুসলমান হয়ে যায়। (দেখুন লেখক প্রণীত 'দাওয়াত ও আযীমাত' তথা 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' ১ম খণ্ড)

ইসলাম প্রচারের এ মহান দায়িত্ব পালনকারী সেসব পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিবেদিত সরকারগুলো, যাদের উন্নত চরিত্রমালা, চিত্তাকর্ষণ, ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড এবং নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিকতার দৌলতে এ রক্তপিপাসু ও যুদ্ধংদেহী তাতারী জাতি ইসলামের পথে আকৃষ্ট হয়, তাদের ঘটনাবলী আজো হৃদয়ে এনে দেয় ব্যাকুলতা এবং আত্মাকে করে তোলে আবেগ উদ্দীপ্ত। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখক রচিত 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' ও প্রফেসর আর্নল্ড প্রণীত Preaching of Islam)

তাতারী গোষ্ঠী যে কেবল জাতিগতভাবে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েই ক্ষান্ত থেকেছে, এমন নয় ; বরং তাদের মধ্যে অনেক মহান মুজাহিদ, বড় বড় আলিম ও ফকীহ এবং উচ্চ মর্যাদার আধ্যাত্মিক সাধক দরবেশও জন্ম নিয়েছেন। তাতারী বংশদ্ভূত লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও কবির সংখ্যাও কম নয়।

ইসলাম গ্রহণের ফলে তাতারী জাতির স্বভাব-চরিত্র, রুচি ও অনুরাগ এবং মানবতা ও সভ্যতার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে। অতএব, তাদের ইসলাম আনয়ন শুধু ইসলামী প্রাচ্যের জন্যেই রহমত ছিল তাই নয় ; বরং খৃষ্টীয় পাশ্চাত্য ও ভারত উপমহাদেশের উপরও তা ছিল এক বিরাট অনুগ্রহ। এ উপমহাদেশের উপর হিজরী সাত শতকে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) তারা বিশ ত্রিশ বার আগ্রাসন চালিয়েছিল। কিন্তু তুর্কী বংশদ্ভূত সুলতানগণ প্রতিবারই তাদের পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। এদের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী (মৃত্যু ঃ ৭১৬ হিঃ—১৩১৬ খৃঃ) এবং তাঁর সেনাধ্যক্ষ গাজী গিয়াসউদ্দীন তোগলক শাহ (মৃত্যু ঃ ৭২৫ হিঃ—১৩২৪ খৃঃ)এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এভাবে এই প্রাচীন উর্বর ভূখণ্ড, তার শিক্ষা ও

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং সেখানকার দুই বৃহত্তম ধর্ম ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম (তার সকল শাখা সহ) তাতারী ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপদ থাকে।

মানব পৃথিবী এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্যের উপর (যার নিকট ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুত্ব ও বৈপ্লবিক বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও উদ্ভাবন, পরস্পরকে জানার সমূহ আয়োজন সহজ করার নিমিত্ত বিভিন্ন উপায় ও যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক এবং পৃথিবীর সাহায্যদাতা ও ত্রাণকর্তা দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার কথা ছিল) মুসলিম উম্মাহর এ অমর অবদান (তাতারী জাতির আধ্যাত্ম্য–মানসিক পরিবর্তন) ছিল এক নিরাপত্তা ও শৃংখলাসূচক পদক্ষেপ এবং বিশাল অনুগ্রহ।

এর পাশাপাশি মুসলমানদের অপর আরেকটি অবদান রয়েছে, আর তা হচ্ছে ইউরোপকে জ্ঞান–গবেষণার নতুন উৎসসমূহের সাথে পরিচিত করার সাথে সাথে সেগুলো থেকে সুফল লাভ করার আয়োজন করা। এর দ্বারা ইউরোপ তার আঁধার যুগে (Dark age) নতুন আলোর সন্ধান পায় এবং তার পুনর্জীবনের (Renaissance) পথ সুগম হয়, যার দ্বারা যে শুধু ইউরোপের চেহারাই বদলে গেছে তা নয় ; বরং সমগ্র জগত নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা–নিরীক্ষার সূচনাও সে যুগে হয়, যা এ পৃথিবীর আকার–আকৃতিই পাল্টে দেয়।

আন্দালুসিয়ার (Muslim Spain) পথ দিয়েই ইউরোপে স্থানান্তরিত হয় প্রাচীন জ্ঞানসম্ভার তথা বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত ও চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি। তবে পাশ্চাত্যের প্রতি আন্দালুসিয়ার সেরা উপঢৌকন ছিল মূল তথ্যের অনুরাগ ও অনুসন্ধানী যুক্তি–বিজ্ঞান তথা (Inductive Logic) যা পরবর্তীতে অনুমান নির্ভর যুক্তি–বিজ্ঞানের (Deductive Logic) স্থলাভিষিক্ত হয়। এ অনুসন্ধানী যুক্তি–বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় আনে আমূল পরিবর্তন। এর ফলশ্রুতিতে যে কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরই উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা নয় ; বরং বলতে হবে তার অস্তিত্বের সূচনা ঘটেছে, পশ্চিমা জগতের সকল

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাসমূহ, পৃথিবী জয়ের আংশিক ও সীমিত সফলতা এবং জীবন পরিক্রমার সমস্যাসমূহের একপ্রকার সমাধান সবকিছুর পেছনে রয়েছে এ অনুসন্ধানী যুক্তি–বিজ্ঞান, যার ব্যাপারে ইউরোপ ছিল অনবধান এবং সর্বপ্রথম স্পেনের মুসলমানদের কল্যাণে তারা এ বিজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। মুক্ত চিন্তার অধিকারী নির্ভীক গবেষকদের গবেষণাও এ মহান সত্যের সাক্ষ্য দেয়। ফ্রান্সের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবি ও ইতিহাসবিদ বলেন ঃ

"সকলের ধারণা মতে পরীক্ষা ও অনুদর্শন (অনুসন্ধানী যুক্তি–বিজ্ঞান) হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিমূল। মানুষ মনে করে, এটা Francis Bacon এর অবদান, কিন্তু এখন একথা স্বীকার করার সময় এসেছে যে, এ পদ্ধতি ও ব্যবস্থার পুরোটাই আরবদের দান।" (তামাদ্দুনে আরব, মূল ঃ Gustave Lebon , ফ্রান্স; উর্দু তরজমা ঃ শামসুল উলামা মৌলভী সাইয়েদ আলী বলগ্রামী, পৃষ্ঠা ৪০০, প্রকাশনায়—উর্দু একাডেমী লক্ষ্ণৌ, ১৯৮৫)

Robert Briffault তাঁর রচিত মানবতা নির্মাণ (The Making of Humanity) গ্রন্থে বলেন ঃ

"ইউরোপের উন্নতি ও প্রগতির কোন অংশ এমন নেই যেখানে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত কিংবা এর সুস্পষ্ট স্মারকগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না, যেগুলো ইউরোপের জীবনধারার উপর প্রভূত অবদান রেখেছে।" [২২]

তাঁর আরেকটি উক্তি নিম্নরূপ ঃ

"ইউরোপে জীবন প্রবাহ সৃষ্টির কৃতিত্ব শুধু প্রকৃতি বিজ্ঞানের নয় ; (এ বিজ্ঞানেও স্পেনিশ আরবদের অবদান সর্বজনবিদিত) বরং ইউরোপীয় জীবনধারার সর্বত্র পড়েছে ইসলামী সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র প্রভাব। আর এর শুভ সূচনা হয় তখন থেকে, যখন ইউরোপের উপর ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির জ্যোতি বিকশিত হতে শুরু করে।"[২৩]

ইউরোপের ধর্মীয় ইতিহাস এবং খৃষ্টীয় চার্চের ইতিহাস যারা অধ্যয়ন

www.pathagar.com

করেছেন, তাদের পক্ষে যাজকতন্ত্রের সংস্কারক দল এবং তার প্রতিষ্ঠাতাদের উপর ইসলামী চিন্তা–চেতনার প্রভাব কিছুটা অনুমান করা সম্ভব।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে অনুষ্ঠিত লুথারের (Luther) সংস্কার আন্দোলনেও ইসলামী শিক্ষার প্রতিবিম্ব লক্ষ করা যায়, যেমন করে কোন কাঁচের মধ্যে দূরবর্তী আলোর ফোকাস দেখা যায়, এভাবে মধ্যযুগের প্রাচীনত্ব পূজা ও চার্চের দলননীতির প্রতিবাদে সংঘটিত প্রতিটি আন্দোলনেও এ আলোর প্লাবন দৃষ্টিগোচর হয়। (এজন্য দেখুন, এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, মার্টিন লুথার বিষয়ক প্রবন্ধ)

সুধীমণ্ডলী, (তাতারী প্রলয় রোধ ও ইউরোপকে জ্ঞানের আলোদান) এ দু'টি বৈপ্লবিক অবদানের নৈতিক ও মানবিক দাবী হচ্ছে তার প্রকৃত উৎসমূলের মাহাত্ম্য ও অনুগ্রহ স্বীকার করা। আর যে কোন উপলক্ষ ও শিরোনামে এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করা হলে কিংবা তার বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা নেয়া হলে তখন অবশ্যই আমাদেরকে যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখতে হবে, যা হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, সভ্যতা ও দর্শনসমূহের মধ্যে মর্যাদার আসন নিয়ে টিকে আছে। এ মূল্যবোধ অনুশীলনের বেলায় নির্ভরযোগ্যতা ও দৃঢ়তা, মিতাচার ও ভারসাম্য এবং ন্যায় ও সত্যবাদিতা অটুট রাখা কর্তব্য।

মনে রাখা দরকার, সকল ধর্মীয় গ্রন্থ, নৈতিক শাস্ত্র এবং মর্যাদাসম্পন্ন ইতিহাসবিদ ও সমালোচকবৃন্দের কর্মকাণ্ড ও ভূমিকা থেকে আমরা উপরোক্ত নীতির শিক্ষালাভ করেছি। শুধু ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীই নয়, বরং বিদ্যা ও জ্ঞান বিনিময় এবং পরস্পর উপকারপ্রাপ্তির ব্যাপারটিও এ নীতির উপর টিকে আছে। এবং যেদিন এ নীতির বিলুপ্তি ঘটবে সেদিন যাবতীয় বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক তৎপরতা এবং পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের সশ্রদ্ধ প্রয়াস তার পবিত্র ও গঠনমূলক রূপ হারিয়ে অশ্লীল সাহিত্য রচনা, কৌতুক উপস্থাপন ও অপবাদ চর্চায় পরিণত হবে এবং এর প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত

www.pathagar.com

নেতিবাচক, বিশৃংখলাজনক ও ঘৃণার উদ্রেককারী। বলা বাহুল্য, জ্ঞান ও সাহিত্য ভূবন এসব থেকে সহস্রবার পানাহ্ চায় এবং এর দ্বারা বিভিন্ন জাতি ও দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও ব্যাহত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান।

জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত এক অপরিপক্ক ধারণা হচ্ছে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করার অর্থ হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ এবং দলননীতি (Coercion) প্রয়োগ সর্বোপরি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইনের কার্যকারিতা খর্ব করে দেয়ার প্রয়াস। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। যে বাক স্বাধীনতা নৈতিকতার সকল সীমারেখা গুড়িয়ে দিতে উদ্যত হয় ; যে স্বাধীনতা সভ্যতার মহান সংগঠক ও ধর্মীয় দিকপালদের ব্যাপারে এমন জঘন্য ও হীন (Obscene) ভাষায় মন্তব্য করার প্ররোচনা দেয় যা শুধু কৌতুক, ঠাট্টা–বিদ্রুপ ও অপ–উপন্যাস রচনার বেলায় বৈধ হতে পারে, যে স্বাধীনতার দ্বারা ইতিহাসের অমোঘ বাস্তবতা ও স্বীকৃত সত্যের টুটি চেপে ধরা হয় এবং পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় দিকপাল ও নবীদের কোটি কোটি অনুসারীদের হৃদয়ে আঘাত হানা হয় আর দেশ ও সমাজের বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়, তা এক গুরুতর অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সহাবস্থানের (Co-existence) নীতিতে বিশ্বাসী কোন সভ্য ও শান্তিপ্রিয় দেশে এ জাতীয় অপরাধবৃত্তির অনুমোদন দেয়া যায় না। স্বয়ং পাশ্চাত্যের একাধিক চিন্তাবিদ ও উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী মহলও অবাধ ও লাগামহীন বাক স্বাধীনতার বিরোধী। তাদের মতে, লাগামহীন বাক স্বাধীনতার কারণে যে অনভিপ্রেত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা বাক স্বাধীনতা হরণের চেয়ে বহুগুণ মারাত্মক ও ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে তাদের উক্তি ও মতামত উপস্থাপনের জন্যে এক প্রবন্ধ নয় বরং এক স্বতন্ত্র পুস্তিকার প্রয়োজন। এখানে শুধু দু'টি উদ্ধৃতি পত্রস্থ করা হচ্ছে—

"সেন্সরশীপ অথবা ব্যক্তিগত নৈতিকতা সম্পর্কিত আইনকে ব্যক্তি

www.pathagar.com

স্বাধীনতার উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বিবেচনা করে প্রতিবাদী হওয়ার অর্থ হল, সর্বপ্রথম আমরা এ ধ্যান ধারণাই বদ্ধমূল করে নেই যে, এ আইন যেসব স্বাধীনতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে তা ভাল (অথবা যে কোন) সমাজে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীতে এসব কানুন পরিহার করার অর্থ হল এসব প্রয়োজনীয়তার অপরিহার্যতা অস্বীকার করা। এটাও হতে পারে যে, এসব প্রয়োজন মেটাতে হলে সেসব মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে হবে যা ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকেও উন্নত এবং মানুষের সুগভীর প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। এসব উন্নততর মূল্যবোধসমূহ শুধু অন্তস্থ নয় বরং প্রকাশমান হওয়ার দাবীদার।

কোন ব্যক্তি অথবা কিছু মানুষের স্বাধীনতার পরিধি নির্ধারণের পূর্বে যাচাই করে নিতে হবে যে, তারা কতটুকু স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশী এবং অন্যান্য মূল্যবোধ যেমন সাম্য, ন্যায়বিচার, সুখ-শান্তি ও জননিরাপত্তার দাবীই বা কি? এ কারণেই বাক স্বাধীনতা লাগামহীন হতে পারে না।" [২৪]

সিনেটর ব্লাক ষ্টোনের (Blackstone) যে বক্তৃতাটি আমেরিকায় বাক স্বাধীনতা আইনের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচিত হয়। সেখানে তিনি বলেছিলেন ঃ

"নিঃসন্দেহে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তির জন্য সাংবিধানিকভাবে এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি জনগণের সম্মুখে নিজের আবেগ অনুভূতির প্রকাশ করতে পারেন। এর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ। কিন্তু সংবাদপত্রে যদি এমন কিছু প্রকাশিত হয়, যা অনুচিত, অন্যায়ের প্ররোচনাদাতা কিংবা বেআইনী হিসেবে চিহ্নিত, তাহলে তাকে নিজের প্রগলভতার দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে। সংবাদপত্রকে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে দেয়ার অর্থ হবে বিবেকের স্বাধীনতাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব প্রবণতার উপর ছেড়ে দেয়া এবং এ কথা মেনে নেয়া যে, জ্ঞান, ধর্ম ও সরকারের

www.pathagar.com

মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে তার ফয়সালা চূড়ান্ত এবং তিনি ভুল-ত্রুটিমুক্ত। কিন্তু যেসব প্রতিবেদন ও লেখা হয় ক্ষতিকর ও সন্ত্রাসমূলক এবং নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগত বিচার ব্যবস্থাও তাকে ক্ষতিকর মনে করে তবে এর জন্যে শাস্তি বিধান করা উচিত। নিরাপত্তা ও শান্তি এবং রাষ্ট্র ও ধর্মের স্থিতিশীলতার স্বার্থেই এ শাস্তি বিধান জরুরী। কারণ, এগুলোর উপর নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্ রচিত। এভাবে মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা তো অক্ষুন্ন থাকবে কিন্তু তার অপপ্রয়োগের উপর শাস্তি বিধান করাই দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য।" [২৫]

সম্মানিত উপস্থিতি,

আল্লামা ইকবালের একটি কবিতা উপস্থাপনের মাধ্যমে বক্ষমান প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই। এ কবিতা শুধু যে শ্রুতিমধুরই হবে তা নয় বরং এর দ্বারা আমাদের হৃদয় ও আত্মায় অনুভূত হবে নতুন স্বাদ। নিরস প্রবন্ধের একটু বৈচিত্র আর একটু রুচি পরিবর্তনও হবে। এ কবিতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও নবুওয়াতের মাধ্যমে সূচিত অবদান ও সফলতার খণ্ডচিত্র, যার উদাহরণ অন্য কোন ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে কিংবা পৃথিবীর খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবন চরিতে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

ইকবাল বলেন ঃ

"সে 'উম্মী' উপাধীপ্রাপ্ত নবীর সজীব শ্বাসের ছোঁয়ায় মরু আরবের তপ্ত বালুকণায় সৃষ্টি হয় গোলাপ ও লালা ফুলের অপরূপ কানন।

তাঁরই পবিত্র ক্রোড়ে লালিত হয় আযাদীর চিন্তাচেতনা। বলতে গেলে আজকের পৃথিবীর সকল উন্নতি অগ্রগতির পেছনে রয়েছে তাঁর মহান অতীতের অবদান।

মানব জাতির মৃতবৎ দেহে সৃষ্টি করলেন তিনি প্রাণস্পন্দন, উন্মোচন করলেন তার সুপ্ত প্রতিভার অবগুণ্ঠন আর আবিস্কার করলেন তার প্রকৃতিগত নৈপুণ্য।

www.pathagar.com

তাঁর হাতে সকল বানোয়াট খোদার পতন ঘটে। তাঁর বদান্যতায় শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষশাখা সুশোভিত হয় পত্র-পল্লব ও ফল-ফুলের সমারোহে।

যুদ্ধের ডামাডোলের মাঝে উচ্চকিত আযানের সুমধুর তান ও মরমী প্রভাব এবং সূরা 'আল সাফ্‌ফাত' তিলাওয়াতের অপার্থিব আনন্দও তাঁরই অবদান।

সালাউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার ও বায়েজীদ বোস্তামীর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে ছিল দোজাহানের রত্নভাণ্ডারের চাবিকাঠি।

কাওসার সুরাবাহীর দেয়া এক পাত্র পানে জ্ঞান ও হৃদয় জগত হয়ে যায় আত্মহারা-বিহ্বল। তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একাকার হয়ে যায় রুমীর দিব্য স্মরণ ও রাযীর ধ্যান চিন্তন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞতা, ধর্ম ও শরীয়ত, সাম্রাজ্যের শৃংখলা ও দুনিয়া বিস্তৃত আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা এবং বক্ষ মাঝারে অবস্থিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা।

আল হামরা প্রাসাদ ও তাজমহলের ভূবন মাতানো হৃদয়স্পর্শী সৌন্দর্য, আকাশের ফেরেশতারাও যার প্রতি নিবেদন করে থাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এসব কীর্তি ও অবদান সে মহামানবের অমূল্য সময়কালের এক সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত এবং তাঁর অসংখ্য মাহাত্ম্যের এক দ্যুতি ও ঝলকমাত্র।

এসব হৃদয়কাড়া সৌন্দর্যের মাধ্যমে বিকাশ ঘটেছে তাঁর ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক রূপের। কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরীণ স্বরূপ এখনো সুগভীর তত্ত্বজ্ঞানী সাধকদের দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেছে।

॥ ॥ ॥

www.pathagar.com

টীকা ঃ

1. H. G. WELLS. A SHORT HISTORY OF THE WORLD. (LONDON-1924), PP. 140-41
2. A SHORT HISTORY OF THE WORLD. (LONDON-1924), PP. 140-41
3. ROBERT BRIEFAULT. THE MAKING OF HUMANITY. (LONDON-1919) P. 164
4. DENISON, J. H, EMOTION AS THE BASIS OF CIVILIZATION. (LONDON-1928), P. 265
5. ENCYLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS. EDINBURG-1913, VOL. 6. P. 391
6. LAMARTINE HISTOIRE DELATURQUIL, PARIS-1854, VOL.2. PP. 276-277
7. JOHN WILLIAM DRAPER, A HISTORY OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF THE EUROPE, LONDON-1875, VOL. 1. P. 229
8. IBID. P-330
9. TOYNBEE, A. J. CIVILIZATION TRAIAL NEW YORK-1948, P-205
10. HART. MICHAEL H. THE 100- A BANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSON IN HISTORY, NEW YORK, 1978, P. 26
11. HAROLD LAMB, GENGHIS KHAN, (LONDON-1928), P. 11-12
12. GENGHIS KHAN, OP. CIT. P. 12
13. GENGHIS KHAN, OP. CIT. P. 13
14. IBID. P. 206 15. IBID, P. 210
16. GENGHIS KHAN, OP. CIT. P. 210
17. EDWARD GIBBON. THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE, VOL. 111, NEW YORK, n.a.p. 634
18. A SHORT HISTORY OF THE WORLD. OP. CIT. P. 144
19. GENGHIS KHAN, OP. CIT. P. 206 20. IBID. P. 231
21. T.W. ARNOLD. THE PREACHING OF ISLAM. (LONDON-1935) P. 227
22. ROB RIEFAULT. THE MAKING OF HUMANITY. (LONDON-1919) P. 190 23. IBID. P. 202
24. ISAIH BERLIN IN MODERN POLITICAL THOUGHT. (ed) WILLIAM EBENSTEIN, NEW DELHI, 1974, P.P. 87-88
25. H. SEERYAI. CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA. VOL. 1. P-492.

www.pathagar.com

[দুই]

সীরাতের পয়গাম
বর্তমান যুগের মুসলমানদের উদ্দেশে*

সকলেই জানেন যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবির্ভূত হন তখন দুনিয়াটা এমন কোন বিরান ও অনাবাদী জায়গায় পরিণত হয় নি কিংবা কোন কবরস্থানেও তা পরিণত হয়ে যায়নি। জীবনের চাকা এখন যেভাবে চলছে, অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকলেও তখনও তো সেভাবেই চলছিল। দুনিয়ার তামাম কায়কারবার আজকের মতই চলছিল। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন ছিল, তেমনি কৃষিকর্মও ছিল। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ছিল, ছিল প্রশাসন চালাবার লোক আর তার নিয়মনীতি। তখনকার লোকগুলো তাদের প্রচলিত জীবনধারায় পরম তুষ্ট ও তৃপ্ত ছিল। তাদের সেই জীবনধারায় কোনরূপ কাটছাঁট, সংস্কার-সংশোধন কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করত না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর যমীনের এই চিত্র এবং পৃথিবীর এই হালত আদৌ পছন্দনীয় ছিল না। এই যুগ সম্পর্কে হাদীছ পাকে বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ করলেন। তিনি দুনিয়ার তামাম অধিবাসীকে, চাই কি সে আরব বা অনারব হোক—অপছন্দ করলেন ও তাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিতাবধারীদের কিছু লোক এর ব্যতিক্রম ছিল।"

এমনি এক অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে একটি গোটা জাতিগোষ্ঠির আবির্ভাবের ব্যবস্থা করলেন। আর এ তো সত্য যে, তাদেরকে এমন কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন

* এ নিবন্ধটি হযরত আল্লামা নদভী (রহঃ)-এর খলীফা অধ্যাপক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

www.pathagar.com

যা অন্য কোন জাতিগোষ্ঠির দ্বারা সাধিত হচ্ছিল না। যে কাজ তারা সকলে পূর্ণ নিবিষ্টচিত্তে ও আগ্রহ সহকারে আঞ্জাম দিচ্ছিল তার জন্য কোন নতুন উম্মাহ্ জন্ম দেবার দরকার ছিল না এবং মানব জীবনের এই প্রশান্ত সমুদ্রে এই নতুন তরঙ্গ তোলারও প্রয়োজন ছিল না, যা মুসলমানদের জন্মলাভের ভেতর দিয়ে আবির্ভাব ঘটল এবং যারা পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করল। আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করলেন তখন ফেরেশতারা আরয করলেন যে, তাসবীহ–তাহলীল ও পাক–পবিত্রতা বর্ণনার জন্য তো আমরাই যথেষ্ট ছিলাম, এর জন্য আবার এই মাটির পুতুল বানাবার কী দরকার পড়ল, বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ আমি জানি যা তোমরা জান না। এ যেন ইঙ্গিত দিলেন (এবং সামনে গিয়ে তা স্পষ্টও করে দিলেন) যে, আদম (আঃ) কেবল এই কাজের জন্যই পয়দা হন নি, যে কাজ ফেরেশতারা আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তার থেকে আল্লাহ অন্য কাজ নিতে চান।

যদি মুসলমানদেরকে কেবল ব্যবসা–বাণিজ্যের জন্যই পয়দা করা হচ্ছিল তাহলে মক্কার সেই সব ব্যবসায়ী বণিকের, যারা সিরিয়া ও য়ামনের পানে তেজারতী তথা বাণিজ্যিক সফর করত এবং মদীনার সেই সব বড় বড় য়াহুদী সওদাগরের, যারা ছিল বিরাট পুঁজির মালিক, একথা জিজ্ঞেস করবার অধিকার ছিল যে, এ কাজের জন্য আমরা অধমরা কি যথেষ্ট ছিলাম না, যার জন্য একটি নতুন উম্মাহ সৃষ্টি করা হচ্ছে? যদি কৃষিকর্মই উদ্দেশ্য ছিল তা হলে মদীনা ও খয়বরের, তায়েফ ও নজদের এবং সিরিয়া, য়ামন ও ইরাকের কৃষকদের কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকদের একথা জিজ্ঞেস করবার অধিকার ছিল যে, চাষবাস ও কৃষিকর্মে প্রাণান্ত পরিশ্রম ও দৌড়ঝাপের ক্ষেত্রে এমন কোন্ কাজে আমরা পিছিয়ে রইলাম, যে জন্য একটি নতুন উম্মাহর আবির্ভাব ঘটছে। যদি দুনিয়ার চলমান মেশিনে ফিট হওয়াই উদ্দেশ্য ছিল এবং রাষ্ট্রের আইন–শৃঙ্খলা রক্ষা ও পয়সার বিনিময়ে অফিসিয়াল

www.pathagar.com

কাজকর্ম পরিচালনাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা হলে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের দাফতরিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একথা জিজ্ঞেস করবার অধিকার ছিল যে, এসব দায়িত্ব আঞ্জাম দেবার জন্য আমরাই তো যথেষ্ট ছিলাম। তাছাড়া আমাদের বন্ধু-ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়-বান্ধব উপায়-উপার্জনহীন বেকার। এ জন্য নতুন প্রার্থীর আবার দরকার পড়ল কেন?

আসলে কিন্তু মুসলমানদের একেবারেই সম্পূর্ণ এক নতুন উদ্দেশ্যে এবং এমন এক নতুন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছিল যা দুনিয়ার বুকে অপর কেউ আঞ্জাম দিচ্ছিল না, আর কেউ দিতেও পারত না। এ জন্য একটি নতুন উম্মাহরই প্রেরণ করবার প্রয়োজন ছিল। অনন্তর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে ; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।" (আলে-ইমরান, ১১০ আয়াত)

এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের খাতিরেই লোকেরা (মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম) দেশ থেকে দেশান্তরী হল, নিজেদের কায়কারবার ক্ষতিগ্রস্ত করল, সারাজীবনের কামাই বিসর্জন দিল, জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্য ভাসিয়ে দিল, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা বিরান করল, আপন আরাম-আয়েশ ও বিত্ত-সম্পদের মায়া ত্যাগ করল, দুনিয়ার সকল প্রকার সাফল্য, কামিয়াবী ও প্রাচুর্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল, জীবনের সোনালী মুহূর্তগুলো খুইয়ে দিল, পানির ন্যায় বেদেরেগ খুন ঝরাল, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে এতিম ও স্ত্রীদেরকে বিধবা বানাল। সেই সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যেই সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পেছনে মুসলমানদেরকে আজ তৃপ্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এত হৈ-হাঙ্গামা ও আলোড়ন সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। এসব হাসিলের রাস্তা তো বিলকুল শংকাহীন ও সমান্তরালই ছিল। আর এই রাস্তায় চললে সমকালীন বিশ্বের সঙ্গে কোনরূপ লড়াই-সংঘর্ষের দরকার পড়ত না

www.pathagar.com

আদৌ! আরবের লোকগুলো এবং সমসাময়িক দুনিয়ার অপর কোন জাতিগোষ্ঠিরই এ ব্যাপারে অভিযোগের কারণ ঘটত না। তারা (কাফির–মুশরিকরা) তো বারবার এই সব জিনিসই পেশ করেছিল (যা আজকের মুসলমানদের পরম কাম্য ও লক্ষ্যবস্তু) এবং ইসলামের দা'ঈ (আহবায়ক অর্থাৎ আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেকবার তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিত্ত–সম্পদ, নেতৃত্ব–কর্তৃত্ব, ভোগ–বিলাস ও আরাম–আয়েশের যাবতীয় প্রস্তাবই নামঞ্জুর করেছেন। এরপর মুসলমানদেরকে যদি আজকের পর্যায়েই আসার ছিল যার উপর নবী করীম (সা)–এর আবির্ভাবের সময় তামাম কাফির জাতিগোষ্ঠি ছিল এবং এখনও দুনিয়ার সমস্ত অমুসলিম অধিবাসী আছে, আর জীবনে যদি ঐসব কর্মকোলাহলে লিপ্ত ও আপাদমস্তক নিমজ্জিত হবারই ছিল যার ভেতর তৎকালীন আরব, রোম ও পারস্যের লোকেরা নিমজ্জিত ছিল এবং ঐসব সাফল্য ও কামিয়াবীকেই যদি জীবনের চরম কাম্য ও পরম লক্ষ্যবস্তু বানাবার দরকার ছিল যেগুলোকে তাদেরই পয়গাম্বর (সাঃ) তাদের সর্বোত্তম সুযোগে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তবে তা ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপর পানি ঢালারই সমার্থক হবে এবং একথারও ঘোষণা হবে যে, মানুষের যেই সব মহামূল্যবান খুন যা বদর, উহুদ, খন্দক, হুনায়ন, কাদেসিয়া ও ইয়ারমূক প্রান্তরে বহানো হয়েছিল তা অপ্রয়োজনেই বহানো হয়েছিল।

আজ যদি কুরায়শ সর্দারদের কিছু বলার শক্তি থাকত তাহলে তারা মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে একথা বলতে পারত যে, আজ তোমরা এসব জিনিসের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছ, যেসব বস্তুকে তোমরা তোমাদের জীবনের পরম লভ্য ও কাঙ্ক্ষিত ভাবছ, সেই সব জিনিসই তো আমরা গোনাহগাররা তোমাদের পয়গাম্বরের সামনে পেশ করেছিলাম আর সেগুলো তোমরা এক ফোঁটা খুন না ঝরিয়েও হাসিল করতে পারতে। তাহলে তোমাদের যাবতীয় দৌড়–ঝাপ ও চেষ্টা–সাধনার প্রাপ্তি এবং সেই

www.pathagar.com

সমস্ত কুরবানী ও ত্যাগের মূল্য কি সেই জীবন-পদ্ধতি ও জীবনধারা যা আজ তোমরা ইখতিয়ার করেছো এবং জীবন-যিন্দেগী ও নৈতিক চরিত্রের কি সেই সমতল রেখা—যার উপর আজ তোমরা পরম তুষ্ট? আজ যদি কুরায়শ নেতৃবর্গের ভেতর থেকে কেউ, যারা ছিল ইসলামের প্রতিপক্ষ—এই জেরা করবার মওকা পায় তাহলে আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর এবং যোগ্য থেকে যোগ্যতর উকীলও এর সন্তোষজনক ও থামিয়ে দেবার মত জওয়াব দিতে পারবে না এবং এ ব্যাপারে উম্মাহর লজ্জিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুসলমানদের সম্পর্কে এই আশংকাই ছিল যে, তারা দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন ভুলে না বসে এবং দুনিয়ার সাধারণ পর্যায়ে না নেমে আসে। ইন্তিকালের কাছাকাছি সময় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"তোমাদের ব্যাপারে আমি দারিদ্র্যের আশংকা করি না। আমার তো আশংকা যে, না জানি দুনিয়া তোমাদেরকে পেয়ে বসে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পেয়ে বসেছিল। ফলে তাদের মত তোমরাও দুনিয়ার প্রতি লোভাতুর হয়ে পড়বে ও তার জন্য আকাঙ্ক্ষি হবে। অতএব দুনিয়া তাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছিল তোমাদেরকেও তদ্রূপ ধ্বংস করে দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মদীনার আনসাররা যখন ইচ্ছা করল যে, তারা জিহাদের ব্যস্ততা এবং ইসলামের জন্য সংগ্রাম ও সাধনা থেকে কিছুদিন ফুরসত নিয়ে নিজদের বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ও কায়কারবার একটু ঠিকঠাক করে নেবে এবং কিছুকালের জন্য কেবল নিজেদের কায়-কারবারে মশগুল হবার অনুমতি নেবে। তাঁদের মনে ঘুণাক্ষরেও একথা স্থান পায়নি যে, তাঁরা দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ—যেমন সালাত, সওম, হজ্জ ও যাকাত থেকেও কিছু দিনের জন্য আপন কায়কারবার দেখাশোনা করার জন্য নিজেদেরকে পৃথক করে নেবে।

www.pathagar.com

কিন্তু ইসলামের বাস্তব সংগ্রাম–সাধনা, দীনের প্রসার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা–সাধনা থেকে সরে তাদের সাময়িক একাগ্রতা ও আত্মহত্যার সমার্থক হিসাবে অভিহিত করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে সূরা বাকারার আয়াত নাযিল হলে হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ)–এর উপরিউক্ত রূপ তফসীরই করেন। অবতীর্ণ আয়াতের তরজমা পেশ করা গেল ঃ

"আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের ভেতর নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর ; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসেন।" (সূরা বাকারা, ১৯৫ আয়াত)

মুসলমানদের জীবনের প্রকৃত ও মৌলিক কাঠামো এটাই যে, হয় ইসলামের দাওয়াত ও বাস্তব চেষ্টা–সাধনায় মশগুল থাকবে অথবা এই দাওয়াত ও বাস্তব চেষ্টা–সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হবে। এরই সাথে বাস্তব চেষ্টা–সাধনায় অংশ গ্রহণের অটুট সংকল্প ও আগ্রহও থাকতে হবে। নিরুপদ্রব ও নির্বিবাদী ভাল মানুষ ও সুনাগরিক হওয়া এবং শুধুই কারবারী জীবন ইসলামী জীবন নয় এবং কোনভাবেই এ একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। জীবনের বৈধ ও অনুমোদিত কর্মপ্রয়াস এবং অনুমোদিত ও বৈধ জীবনোপকরণ কখনোই নিষিদ্ধ নয় ; বরং নিয়ত ও সওয়াব কামনার সাথে তা ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভেরও মাধ্যম বটে, কিন্তু তা কেবল তখন যখন এ সবই দীনের ছায়ায় হতে থাকবে এবং সঠিক ও বিশুদ্ধ লক্ষ্যের মাধ্যম হবে, কিন্তু তা স্বয়ং লক্ষ্যবস্তু যেন না হয়।

সীরাতে মুহাম্মদীর এটাই সবচে' বড় পয়গাম খালেস ও নির্ভেজাল মুসলমানদের নামে। এর প্রতি দৃকপাত না করা, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট করা সবচে' বড় সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, যা সীরাতে মুহাম্মদী (সাঃ) মুসলমানদের সামনে পেশ করে থাকে।

www.pathagar.com

[তিন]

নবী জীবন ঃ ঘটনা প্রবাহ*

নবীজীর জন্ম ঃ

বসন্তকালের সোমবার তাঁর জন্ম, এ ব্যাপারে সবাই একমত। প্রসিদ্ধ মতে, ১২ই রবিউল আউয়াল সুবহে সাদিকের সময় নবীজীর জন্ম হয়েছে। কা'বা শরীফের উপর আবরাহার হস্তীবাহিনীর হামলা ৫০ দিন পর মুতাবেক ২২ এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ।

ঐতিহাসিক তাবারী এবং ইবন খালদূনও ১২ রবিউল আউয়াল জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন। সোমবার তাঁর জন্ম, এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু ঐ বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার পড়ে না, সোমবার পড়ে ৯ই রবিউল আউয়াল।

আরব ঐতিহাসিক মিসরের মুহাম্মদ তালআত বিক–এর মত সমর্থন করে 'রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন' গ্রন্থের রচয়িতা কাজী সুলায়মান মনসূরপুরী ৯ তারিখের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

মিসরের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাহমুদ পাশা জ্যোতির্বিজ্ঞানের যুক্তি–প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ৯ই রবিউল আউয়াল নবীজীর জন্ম হয়েছে। তাঁর মতে, দিনটি ছিল ২০ এপ্রিল, ৫৭১ খৃষ্টাব্দ। সীরাতুন্নবী গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা শিবলী নুমানী এ মত সমর্থন করেন।

আসাহ্‌হুস সিয়ার গ্রন্থের প্রণেতা হাকীম আবদুর রউফ দানাপুরী ৮ বা ১২ই রবিউল আউয়াল দু'টি তারিখ উল্লেখ করেন। অবশ্য, এ বক্তব্যের সূত্র বা উৎস সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনা করেননি।

ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রাঃ)–এর মতে, ১২ই রবিউল আউয়াল দিবাগত রাত্রে নবীজীর জন্ম হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ৯ই রবিউল আউয়াল তাঁর জন্ম হয়েছে, এটাই বেশী যুক্তিযুক্ত।

---

* ঋণ স্বীকার ঃ সংগ্রহটি মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দীকীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

www.pathagar.com

দুধ পান ঃ

জন্মের দু'তিন দিন পর থেকে তিনি আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবিয়ার দুধ পান করেন কিছুদিন। পরে ধাইমা হালীমা সা'দিয়ার দুধ পান করেন যথারীতি। তিনি তখন ৪ মাসের শিশু।

পিতা-মাতার ইনতিকাল ঃ

জন্মের ৬ মাস পূর্বে পিতা আবদুল্লাহর ইনতিকাল হয়। ৬ বছর বয়সে মদীনার পথে আবওয়া নামক স্থানে মায়ের ইনতিকাল হয়।

দাদার ইনতিকাল ঃ

৮ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল হয়। এ সময় চাচা আবু তালিব তাঁকে প্রতিপালন করেন।

শাম সফর ঃ

১২ বছর ২ মাস বয়সে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে প্রথমবার শাম দেশ সফরে গমন করেন। বোহায়রা পাদ্রীর সাক্ষাত এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এ সময়ের ঘটনা।

হরবুল ফুজুরে প্রথম দফা অংশগ্রহণ ঃ

তখন নবীজীর বয়স ১৫ বছর। কিছুদিন পর দ্বিতীয় দফা তিনি এতে অংশ নেন।

হিলফুল ফুযুলে অংশগ্রহণ ঃ

হিলফুল ফুযুল একটা সংস্কারমূলক সংগঠন। ১৬ বছর বয়সে নবীজী এ সংগঠনে যোগ দেন।

www.pathagar.com

শাম দেশে দ্বিতীয় দফা সফর ঃ

বিবি খাদীজা (রাঃ) পণ্যসম্ভার নিয়ে এ সফরে গমন করেন ২৩/২৪ বছর বয়সে।

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ ঃ

২৫ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে।

গায়বী রহস্য প্রকাশের সূচনা ঃ

নবুওয়াত লাভের ৭ বছর পূর্বে ৩৩ বছর বয়সে।

সালিশ নিযুক্তি ঃ

হরম শরীফের সংস্কার উপলক্ষে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে সবাই নবীজীকে আল-আমীন বলে সালিশ মেনে নেন। নবীজী সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান দেন ৩৫ বছর বয়সে।

নবুওয়াত লাভ ঃ

৪০ বছর ১১ দিন বয়সে। দিনটি ছিল সোমবার ৯ই রবিউল আউয়াল। তবে, এ তারিখ নিয়ে বেশ মতভেদ দেখা যায়। এক বর্ণনা মতে, চান্দ্র বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী তখন নবীজীর বয়স ৪০ বছর ৬ মাস ১৬ দিন। আর সৌর বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ৩৯ বছর ৩ মাস ১৬ দিন। কেউ বলেন, ২৫ রমযান। কেউ বলেন, ২৬ রমযান দিবাগত শবে কদরে।

কারো কারো মতে, ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী। কেউ বলেন, ৬ই আগষ্ট। যাদুল মা'আদ গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম ৮ রমযান উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ৮ তারিখ নয়, বরং ৯ তারিখ সোমবার পড়ে। হযরত জিবরীল ফিরিশতা হেরা গুহায় উপস্থিত হয়ে বলেনঃ সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আপনি আল্লাহর রাসূল! আমি জিবরীল।

www.pathagar.com

ঘটনার আকস্মিকতায় নবীজী অস্থির হয়ে উঠলে হযরত খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা ও অভয় দান করেন।

সালাত ফরয হয় ঃ

নবুওয়াত লাভের প্রথম দিন থেকে ফজর এবং আসর–এর দু' রাকাআত সালাত ফরয হয়।

কুরআন নাযিলের সূচনা ঃ

নবুওয়াত লাভের প্রথম বর্ষে ১৮ রমযান মুতাবিক ১৭ আগষ্ট শুক্রবার রাতে প্রথম সূরা আলাক এবং পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। ঐতিহাসিক তাবারী ১৭ এবং ১৮ই রমযান দু'টি তারিখ উল্লেখ করেন। কিন্তু ক্যালেণ্ডারের হিসাব অনুযায়ী শুক্রবার পড়ে ১৮ই রমযান।

গোপন দাওয়াতের যুগ ঃ

নবুওয়াতের প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত। এ সময় ছাফা পর্বতে অবস্থিত আরকাম মাখযুমীর গৃহ ছিল ইসলামী দাওয়াতের গোপন কেন্দ্র। এ সময় প্রায় চল্লিশজন গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা গোপনে সালাত আদায় করেন।

প্রথম ইসলাম গ্রহণ ঃ

নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা, পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রকাশ্যে নবুওয়াতের ঘোষণা ঃ

নবুওয়াতের তৃতীয় বর্ষের শেষের দিকে।

www.pathagar.com

বিরোধিতার প্রথম যুগ ঃ

বিদ্রূপ, উপহাস আর মৃদু নির্যাতন। নবুওয়াতের তৃতীয় থেকে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত। এ সময় চাচা আবু তালিবের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য কুরাইশের বিভিন্ন প্রতিনিধি দাল আলাপ-আলোচনা চালায়। বিশেষ বিশেষ বৈঠকে বিরোধিতায় নানা কৌশল নিয়েও আলোচনা করা হয়।

তীব্র বিরোধিতার সূচনা ঃ

নবুওয়াতের ৫ম থেকে ৭ম বর্ষ পর্যন্ত। এ সময় চরম বিরোধিতা আর তীব্র নির্যাতন শুরু করা হয়।

হাবশায় হিজরত ঃ

নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে রজব মাসে আবিসিনিয়ায় হিজরত শুরু হয়।

হযরত হামযা ও হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণ ঃ

নবুওয়াত লাভের ৬ষ্ঠ বর্ষে। হযরত উমর (রাঃ) হযরত হামযা (রাঃ) এর তিন দিন পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো মতে হযরত হামযা তাই নবুওয়াতের দ্বিতীয় বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবীজীর বংশ বনু হাশিমসহ গণবয়কট এবং শি'ব-এ আবু তালিব-এ আশ্রয় গ্রহণ ঃ

নবুওয়াতের ৭ম বর্ষে ১লা মুহররম মঙ্গলবার।

গণঅবরোধ ও নজরবন্দীর অবসান ঃ

নবুওয়াতের নবম বর্ষের শেষের দিকে বা দশম বর্ষের প্রথম দিকে।

অমুল হুযন্ তথা দুঃখ ও শোকের বছর ঃ

চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী বিবি খাদীজা (রাঃ) ইন্তেকাল,

www.pathagar.com

নবুওয়াতের দশম বর্ষে। আবু তালিবের ওফাতের তিন দিন পর হযরত খাদীজা (রাঃ) রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। নবীজী এ বৎসরটিকে দুঃখের বছর বলে আখ্যায়িত করেন।

তায়েফ গমন ঃ

নবুওয়াতের দশম বর্ষে জুমাদাল উখরা মাসে নবীজী তায়েফ গমন করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কোন কোন বর্ণনা ২৬–২৭ শাওয়ালও উল্লেখ করা হয়।

মি'রাজে গমন ঃ

নবুওয়াতের দশম বর্ষে ৫০ বছর বয়সে ২৭ রজব সোমবার রাতে। এ সময় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়।

মদীনায় ইসলামের সূচনা ঃ

দশম নবুওয়াত বর্ষে মদীনায় আয়াস ইবনে মু'আয ইসলাম কবুল করেন।

মদীনার প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণ ঃ

১৬ সদস্যের মদীনার একটি প্রতিনিধি দল নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের জিলহজ্জ মাসে মক্কায় নবীজীর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

আকাবার প্রথম শপথ ঃ

নবুওয়াতের দশম বর্ষের জিলহজ্জ মাসে ১২ জুন এ শপথে অংশ নেন।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ ঃ

এক বছর পর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে ৭৫ জন এ শপথে অংশ দেন।

www.pathagar.com

হিজরত ঃ

(ক) মক্কা থেকে সাওরা গুহায় ঃ নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে সফর মাসের ২৭ তারিখ রাত্রে মক্কা থেকে বের হন। এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে নবীজীর বয়স ৫৩ বছর পূর্ণ হয়ে ৫৪ বছর শুরু হয়, সাথে সাথে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষ শেষ হয়ে চতুর্দশ বছরও শুরু হয়।

(খ) সাওর গুহা থেকে রওয়ানা ঃ পয়লা রবিউল আউয়াল সোমবার মুতাবেক ১৬ সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দ।

(গ) কোবায় উপস্থিতি ঃ নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষের ৮ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর।

(ঘ) কোবা থেকে মদীনায় রওয়ানা ঃ ১২ রবিউল আউয়াল নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষ। শুক্রবার মদীনায় উপস্থিতি। কোবায় বনূ মালিক–এর মহল্লায় জুমার নামায আদায়। একটি শক্তিশালী বর্ণনা মতে, নবীজী কোবায় ১৪ দিন অবস্থান করেন। সহী বুখারীতে কোবায় অবস্থানের মেয়াদ দশ দিনের কিছু বেশী উল্লেখ করা হয়েছে। তাই কোন কোন বর্ণনা মতে, মদীনায় উপস্থিতির তারিখ ২২ রবিউল আউয়াল।

মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন ঃ

হিজরী প্রথম সালের রবিউল আউয়াল মাসে।

ফরয সালাতে সংযোজন ঃ

হিজরী প্রথম সনের রবিউস সানী মাসে। এ সময় জুহর, আসর এবং ঈসার চার রাকাআত করে সালাত ফরয করা হয়।

মুহাজির আর আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ঃ

প্রথম হিজরীর প্রথম তিন মাসের মধ্যে। হযরত আনাস (রাঃ)–এর ঘরে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোট ৯০ জন মুহাজির–আনসার উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঃ

হিজরী প্রথম সনের মধ্য ভাগে। এ সময় মদীনার অধিবাসীদের সঙ্গে একটা শাসনতান্ত্রিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

মদীনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঃ

হিজরতের সপ্তম মাসের শুরুতে এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। এ সময় সামরিক শক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত তিনটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়—

(ক) হিজরতের ৭ম মাসে হযরত হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ৩০ সদস্যের একটা বাহিনী সায়ফু বাহর পর্যন্ত গমন করে।

(খ) শাওয়াল মাসে (হিজরতের অষ্টম মাস) ওবায়দা ইবনুল হারিসের নেতৃত্বে ৬০, মতান্তরে ৮০ জন অশ্বারোহীর একটা বাহিনী সংগে করে অভিমুখে প্রেরণ করা হয়।

(গ) হিজরতের নবম মাস যিলকদ মাসে হযরত সা'আদ ইবন আবী ওয়াক্কাস ২০ জন অশ্বারোহীর একটা বাহিনী সহ খায়বার পর্যন্ত গমন করেন। অতঃপর 'উদ্‌দান' অভিমুখে নবীজী নিজেও একটা বাহিনী নিয়ে গমন করেন।

এ সকল বাস্তব পদক্ষেপ আর কর্মতৎপরতা দৃষ্টে এ কথা বলা যায় না যে, জিহাদের অনুমতি সম্বলিত প্রসিদ্ধ আয়াত দ্বিতীয় হিজরীতে নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরীতে কার্যত জিহাদ শুরু করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে বাস্তবে সংঘাতে প্রবৃত্ত হতে বারণ করা যায়। সুতরাং ধরে নিতে হয় যে, জিহাদের অনুমতিসম্বলিত আয়াত হিজরতের পূর্বেই নাজিল হয়েছে যাতে ধৈর্যের স্তর অতিক্রম করে আগামী দিনে জিহাদের দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত মুসলমানরা মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

www.pathagar.com

নবীজীর ঘরে হযরত আয়েশা (রাঃ) আগমন ঃ

হিজরী প্রথম সনের শাওয়াল মাসে।

দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ ঃ

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (ইনি ছিলেন ইহুদী) এবং (২) হযরত আবূ কায়স সারহা ইবন আবূ আনাস (ইনি ছিলেন খৃষ্টান পাদ্রী)। এঁরা দু'জন হিজরী প্রথম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদের ফরমান তথা কার্যত জিহাদ শুরুর অনুমতি ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর ১২ সফর বা হিজরতের এক বছর ২ মাস ১ দিন পর।

নবীজীর প্রথম সামরিক এবং রাজনৈতিক সফর ঃ

উদ্‌দান অভিযান। দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে তথা হিজরতের ১২ মাস পরে।

বাইরের গোত্রের সাথে চুক্তি ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর সফর থেকে জুমাদাল উখরা সময়ের মধ্যে এ সময় বনী সুমরা, বুয়াত–এর অধিবাসী এবং বনূ মুদলাজ–এর সঙ্গে চুক্তি স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জুহায়না কবীলার নেতা মজদী জুহায়নী বনূ যুমরার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই মদীনার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

কুরয্ ইবন জাবির ফিহ্‌রীর দস্যুতা ঃ

এটা ছিল শত্রুপক্ষের প্রথম হস্তক্ষেপ, দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

www.pathagar.com

নাখলার ঘটনা ঃ

মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রথম সীমান্ত অভিযান, হিজরী দ্বিতীয় সালে রজব মাসের শেষের দিকের ঘটনা। এতে আমর ইবন হাদরামী নামে জনৈক কাফির মারা যায়, উষ্ট্র আর রসদ–সম্ভারসহ দু'জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। নবীজী এ ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

হযরত সালমান ফারসীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

দ্বিতীয় হিজরী।

আযানের সূচনা ঃ

দ্বিতীয় হিজরী।

যাকাত ফরয করা হয় ঃ

দ্বিতীয় হিজরীতে।

কিবলা পরিবর্তন ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর ১৫ই শাবান সোমবার।

রমযান মাসের রোযা ফরয করা হয় ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর পয়লা রমযান বুধবার। যেহেতু বেশীর ভাগ বর্ণনা দ্বারা বদর যুদ্ধ ১৭ই রমযান শুক্রবার সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই যেসব বর্ণনায় পয়লা রমযান রোববার বলা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

জামায়াতের সাথে ঈদুল ফিতরের নামায আদায় এবং সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বিধান জারী ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর পয়লা শাওয়াল।

www.pathagar.com

বদর যুদ্ধ ঃ

১৭ই রমযান দ্বিতীয় হিজরী শুক্রবার।

হযরত আলী (রাঃ) সঙ্গে হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিবাহ ঃ

দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পর।

বনূ কায়নুকা গোত্রের অবরোধ ঃ

দ্বিতীয় হিজরী শাওয়াল মাসের মধ্যভাগ থেকে যিলকদ মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত।

হযরত হাফসা (রাঃ) বিনতে উমর (রাঃ) সঙ্গে নবীজীর বিবাহ ঃ

তৃতীয় হিজরী।

হযরত উসমানের সঙ্গে নবীজীর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ) বিবাহ ঃ

তৃতীয় হিজরী।

মদ্যপান নিষিদ্ধ করার প্রাথমিক বিধান ঃ

তৃতীয় হিজরী।

ইমাম হাসানের জন্ম ঃ

১৫ই রমযান তৃতীয় হিজরী।

ওহুদ যুদ্ধ ঃ

তৃতীয় হিজরী। মদীনা থেকে রওয়ানা ঃ ৫ই শাওয়াল শুক্রবার জুমার নামাযের পর। তুমুল যুদ্ধ ৬ই শাওয়াল শনিবার।

www.pathagar.com

হামরাউল আসাদ পর্যন্ত আবূ সুফিয়ান বাহিনীর পশ্চাৎধাবন ঃ

৭ই শাওয়াল রোববার।

সূদ খাওয়া ত্যাগ করার প্রাথমিক বিধান ঃ

তৃতীয় হিজরীতে ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে।

এতীমদের সম্পর্কে প্রাথমিক বিধান ঃ

ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পর।

উত্তরাধিকার আইনের বিস্তারিত বিধান ঃ

ওহুদ যুদ্ধের পর।

দাম্পত্য বিধান, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং মুশরিক রমণী বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয় ঃ

তৃতীয় হিজরীতে।

উম্মুল মাসাকীন যয়নব বিনতে খুযায়মার (রাঃ) সঙ্গে নবীজীর বিবাহ ঃ

তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে। ওহুদ যুদ্ধে তিনি বিধবা হন।

রাজী-এর দুঃখজনক ঘটনা ঃ

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে। এতে দশ সদস্যের একটা মুসলিম প্রতিনিধি দল দাওয়াতী অভিযানে বের হয়ে শহীদ হন।

বনু নযীর গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

www.pathagar.com

উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে খুযায়মার ইন্তেকাল ঃ

চতুর্থ হিজরীর প্রথম দিকে। নবীজীর সঙ্গে বিবাহের পর তিনি মাত্র দু'তিন মাস বেঁচেছিলেন।

পর্দার বিধান জারী ঃ

প্রথম যিলকদ চতুর্থ হিজরী রোজ শুক্রবার।

মদপান নিষিদ্ধ করে চূড়ান্ত বিধান জারী ঃ

চতুর্থ হিজরী।

অপর এক বদর যুদ্ধ ঃ

যিলকদ চতুর্থ হিজরী, অবশ্য চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী আবু সুফিয়ান উপস্থিত হয়নি।

দুমাতুল জন্দল যুদ্ধ ঃ

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে। তবে যুদ্ধ হয়নি।

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ ঃ

৫ম হিজরীর ৩ শা'বান। এ যুদ্ধের সফরে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়।

হযরত জুয়াইরিয়ার (রাঃ) সঙ্গে নবীজীর বিবাহ ঃ

৫ম হিজরীর শা'বান মাসে।

হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনা ঃ

৫ম হিজরীর শা'বান মাসে।

www.pathagar.com

যিনা-ব্যভিচার, অপবাদ আর লেয়ান-এর ফৌজদারী আইন ; উপরন্তু পর্দার বিস্তারিত বিধান জারী ঃ

৫ম হিজরীতে অপবাদ আরোপের ঘটনার পর।

আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ ঃ

৫ম হিজরীর শাওয়াল বা যিলকদ মাসে।

দাউস প্রতিনিধি দলের মদীনা আগমন ঃ

হিজরী ৫ম সনে। প্রতিনিধি দলে ৭০/৮০ জন মুসলমান ছিলেন।

বনূ কুরায়শকে শিক্ষা দান ঃ

৫ম হিজরীর যিলকদ মাসে।

নবীজীর সঙ্গে যয়নব বিনতে জাহশের (রাঃ) বিবাহ ঃ

হিজরী ৫ম সালে।

নাজদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছুমামা ইবনে আসাল-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে।

হুদায়বিয়া থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহজ মাসে।

খালিদ ইবন ওলীদ এবং আমর ইবনুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহজ মাসে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী দাওয়াতের সূচনা ঃ

বিভিন্ন দেশের শাসকবর্গের নিকট নবীজীর পত্র প্রেরণ শুরু ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহররম বুধবার।

খয়বর যুদ্ধ ঃ

৭ম হিজরীর মুহররম মাসে।

হাবশা থেকে মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ঃ

৭ম হিজরীতে খয়বর বিজদের পর।

আযাদ মুসলিম শিবির স্থাপন ঃ

হিজরী ৭ম সনের প্রথম দিকে সায়ফুল বাহর নামক স্থানে। মক্কায় যেসব মুসলিম নওজোয়ানের উপর নির্যাতন চালানো হতো, হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী নবীজী তাদেরকে মদীনায় আশ্রয় দিতে পারতেন না। প্রথম আবু জুন্দল ও আবু বাসীর এবং পরে অন্যান্যরা মক্কা থেকে পালিয়ে এলে তারা সায়ফুল বাহর–এ আশ্রয় নেন এবং সেখানে তাদের জন্য একটা আযাদ মুসলিম শিবির স্থাপন করা হয়।

সায়ফুল বাহর হতে কুরায়শী কাফেলার উপর হামলা ঃ

৭ম হিজরীর সফর মাসে।

ওমরাতুল কাযা ঃ

৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে।

বিবাহ এবং তালাকের বিস্তারিত বিধান জারী ঃ

৭ম হিজরীতে।

www.pathagar.com

নবীজীর সঙ্গে হযরত মায়মূনার (রাঃ) বিবাহ ঃ

৭ম হিজরী সনে।

জাবালা গামমালীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

৭ম হিজরী সনে।

মূতার যুদ্ধ ঃ

৭ম হিজরীর জুমাদাল উলা সনে।

মক্কার মুশরিকদের পক্ষ হুদায়বিয়ার সন্ধি লংঘন ঃ

৮ম হিজরীর রজব মাসে।

মক্কা বিজয় ঃ

মদীনা থেকে রওয়ানা ঃ ৮ম হিজরীর ১০ রমযান। বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ ঃ ২০ রমযান। অপর পক্ষে শক্তিশালী বর্ণনা পাওয়া যায় যে, নবীজী ১৮ রমযান পর্যন্ত মদীনায় ছিলেন। সুতরাং মক্কায় প্রবেশের তারিখ হবে ২৯/৩০ রমযান।

নাখলায় অবস্থিত ওয্যা মূর্তি বাতিলের জন্য হযরত খালিদ ইবন ওলীদের (রাঃ) নেতৃত্বে অভিযান ঃ

৮ম হিজরীর ২৫ রমযান।

সুয়া মূর্তি বাতিলের জন্য হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)এর নেতৃত্বে অভিযান ঃ

৮ম হিজরীর রমযান মাসে।

www.pathagar.com

মানাত মূর্তি বাতিলের জন্য হযরত সা'আদ আশহালীর (রাঃ) নেতৃত্বে অভিযান ঃ

৮ম হিজরীর রমযান মাসে।

মক্কায় অবস্থান ঃ

৯ শাওয়াল পর্যন্ত। অন্য বর্ণনা মতে, ১৮ই শাওয়াল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান।

হুনায়নের যুদ্ধ ঃ

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে।

তায়েফ অবরোধ ঃ

শাওয়াল মাসের শেষ দিক থেকে যিলকদ মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রায় ১৮/২০ দিন পর্যন্ত। মাকহুল-এর বর্ণনা মতে, অবরোধ চলে ৪০ দিন।

গনীমতের মাল বন্টন শেষে ওমরা ঃ

৮ম হিজরীর যিলকদ মাসে।

সূদ চূড়ান্তরূপে নিষিদ্ধ করা হয় ঃ

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় উপলক্ষে। এ সময় সূদের সমস্ত দাবী রহিত করা হয়।

সর্দার প্রতিনিধি দলের মদীনায় আগমন ঃ

৮ম হিজরীতে।

www.pathagar.com

নবীজী তনয়া হযরত যয়নবের (রাঃ) ইন্তেকাল ঃ

৮ম হিজরীতে।

নবীজীর পুত্র হযরত ইবরাহীমের (রাঃ) ইন্তেকাল ঃ

৮ম হিজরীতে।

যাকাত সংগ্রহের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ ঃ

৯ম হিজরীতে মুহররম মাসের প্রথম দিকে।

তাবুক যুদ্ধ ঃ

৯ম হিজরী রজব মাসে, মদীনা থেকে রওয়ানা ; বৃহস্পতিবার।

জিযয়ার বিধান ঃ

তাবুক যুদ্ধকালে ৯ম হিজরীতে। এক বর্ণনামতে, যুদ্ধের পূর্বে জিযিয়ার বিধান জারী করা হয়।

কা'ব ইবনে যুহায়রের ক্ষমা প্রার্থনা ও ইসলাম গ্রহণ ঃ

৯ম হিজরী। কবি বানাত সুয়াদ (রাঃ) কবিতা পাঠ করে শুনালে নবীজী গায়ের চাদর দান করে কবিকে অভিনন্দিত করেন।

হজ ফরয করা হয় ঃ

৯ম হিজরীর যিলহজ মাসে। ৬–৭–৮–৯ এবং ১০ হিজরীতে হজ ফরয করা হয় বলেও বর্ণনা পাওয়া যায়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর নেতৃত্বে প্রথম হজ পালন ঃ

৯ম হিজরীতে।

www.pathagar.com

কাফিরদের সঙ্গে অসম চুক্তি বাতিল ঘোষণা ঃ

১০ম হিজরীতে রবিউস সানী মাসে।

নবীজী শেষ রমযানে ২০ দিন ইতেকাফ পালন করেন ঃ

১০ম হিজরীতে।

নবীজীর নিকট মুসায়লামা কায্যাব-এর পত্র ঃ

১০ম হিজরী সনে।

বিদায় হজ ঃ

মদীনা থেকে রওয়ানা ঃ ১০ম হিজরীর ২৬ যিলহজ শনিবার জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে।

যুল হুযায়ফায় অবস্থান ঃ শনি ও রোববারের মধ্যবর্তী রাত্রি।

ইহরাম বাঁধেন ঃ রোববার জোহরের সময়।

'যি তুয়ায়' অবস্থান ঃ রোববার দিবাগত রাত্রি।

'যি তুয়া' থেকে মক্কায় রওয়ানা ঃ ৫ যিলহজ ফজর নামায শেষে।

মসজিদে হারামে প্রবেশ ঃ ৫ যিলহজ হুদা বা মধ্যাহ্নে।

মক্কার বাইরে অবস্থান ঃ ৮ যিলহজ পর্যন্ত।

মিনা অভিমুখে রওয়ানা ঃ ৮ যিলহজ বৃহস্পতিবার।

মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা ঃ ৯ যিলহজ শুক্রবার সূর্যোদয়ের পর।

আরাফার ময়দানে বিদায় হজের ভাষণ ঃ ৯ই যিলহজ শুক্রবার সূর্যাস্তের পর। কাসওয়া নামক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে নবীজী এ ভাষণ দান করেন।

আরাফা থেকে মুযদালিফা অভিমুখে রওয়ানা ঃ ৯ই যিলহজ সূর্যাস্তের পর। মুযদালিফা থেকে মাশআরে হারাম, মাশআরে হারাম থেকে মীনায় রওয়ানা ঃ ১০ যিলহজ সূর্যোদয়ের পূর্বে।

www.pathagar.com

মীনায় ভাষণ দান ঃ ১০ যিলহজ মধ্যাহ্নে ভাষণের পর কুরবানী করেন। কুরবানীর একশ' উষ্ট্রের মধ্যে ৬৩টি নবীজী নিজ হাতে নহর বা কুরবানী করেন। অবশিষ্ট উট নহর করার দায়িত্ব দেন হযরত আলী (রাঃ)কে। অতঃপর মস্তক মুণ্ডন করান।

হযরত উসামার (রাঃ) নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ ঃ

২৬ সফর ১১ হিজরী। নবীজীর নির্দেশে প্রেরিত এটা ছিল সর্বশেষ বাহিনী।

নবীজীর অসুস্থতার সূচনা ঃ

১১ হিজরীতে সফর মাসের শেষ দিকে। বর্ণনা থেকে দেখা যায়, নবীজী মোট ১৩ দিন অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে শেষের ৭ দিন হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় অবস্থান করেন।

মসজিদে জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় এবং ভাষণ দান ঃ

ওফাতের ৫ দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার জোহরের নামায। এ সময় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দানের উল্লেখ বিভিন্ন বর্ণনায় দেখা যায়।

ওফাত ঃ

১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী সোমবার সূর্যোদয়ের পর।

দাফন ঃ

১৩ এবং ১৪ রবিউল আউয়ালের মধ্যবর্তী রাত্রে হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরায় দেহ মুবারক দাফন করা হয়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

=== oo ===

www.pathagar.com

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠক বন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১১৮৩৭৩০৮, ৮৯১৬৩৫৯